হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত

প্রফেসর এ. এইচ. এম শামসুর রহমান

সালাফী পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!

প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান

প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান- ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ,
সরকারি বি. এল. কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা।
প্রাক্তন প্রিন্সিপাল- কলারোয়া সরকারি কলেজ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

সালাফী পাবলিকেশন্স

৪৫, কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট,
দোকান নং- ২০১ (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৯১৩-৩৭৬৯২৭, ০১৬৮০-১০১৬১৪

হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!

প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান

সহযোগীতায় : আবুল কাশেম মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান জিলানী

প্রকাশনায় :

সালাফী পাবলিকেশন্স
৪৫, কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট,
দোকান নং- ২০১ (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৯১৩-৩৭৬৯২৭, ০১৬৮০-১০১৬১৪

প্রকাশকাল :

তৃতীয় প্রকাশ : জিলহাজ্জ ১৪৩৪ হিযরী
: আশ্বিন ১৪২০ বাংলা
: অক্টোবার ২০১৩ ঈসায়ী

অক্ষর সংযোজন :

সালাফী কম্পিউটার্স
মোবাইল : ০১৯১৫-৬২৬৭১৮, ০১৬৭৫-০৪৫৮৬২
E-mail: noorislamshiplu@yahoo.com

মুদ্রণ :

এম. আর. প্রেস
পাতলা খান লেন, ঢাকা।

মূল্য : ৩০/- (ত্রিশ) টাকা মাত্র ॥

Hedaya Ketaber Ake Hedayat.
Published by Salafi Publication, Dhaka, Bangladesh.
3rd Publist: October 2013. Price Tk- 30.00, US $: 2.

বিস্মিল্লা-হির রহ্মা-নির রহীম

ভূমিকা

নাহ্মাদুহু ওয়ানুসাল্লি আ'লা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা'বাদ

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে কথা বা নির্দেশ বা আদেশ বা বিধান দেননি এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে হাদীস বা শরঈ কানুন দেননি তা কখনও গুনাহ্ মাফ বা সওয়াবের উদ্দেশ্যে করা যাবে না। আর যদি কেউ মতলব হাসিল করার জন্য মহানাবী ﷺ-এর নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে শারী'আত বা ইসলাম বলে চালায় তা যতদিন বা যতজনে করুক না কেন তার ভয়াবহ পরিণতি কি হবে সে সম্পর্কে বিশ্বনাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত হুশিয়ারী শুনুন :

"নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা অন্য কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করা সমতুল্য নয় আর যে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করল তার উচিত জাহান্নামে তার ঠিকানা স্থির করে নেয়া।"

(বুখারী- হাদীস নং ১০৭-১১০ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

জাল হাদীসের উদ্ভাবক বৃন্দ এমন এক কাজের জন্য শারী'আত বা 'ইবাদাত রচনা করল যার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে ছিল না। ফলে যা নাবী ﷺ-কে আল্লাহ্ নির্দেশ দেননি বা সাহাবায়েকেরাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হতে পাননি সেটার সম্বন্ধেও আল কুরআন ঘোষণা করছে :

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ○ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾

"হে মুহাম্মদ ﷺ ঘোষণা করুন, আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কথা বলব কি? যাদের সমুদয় চেষ্টা সাধনা ও পার্থিব জীবনে পণ্ড হয়ে গেছে, আর তারাই মনে ধারণা করে যে, তারা খুবই ভাল কাজ করছে।"

(সূরাহ্ আল কাহ্ফ : ১০৩-১০৪)

হাদীসে নতুন উদ্ভাবিত বা আবিষ্কৃত কাজ বিদ'আত নামে অভিহিত। বিশ্বনাবী ﷺ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন :

مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

'যে কেউ নতুন কিছু আমার দ্বীনে অন্তর্ভুক্ত করবে তাই প্রত্যাখ্যাত ও বর্জিত হবে'– (বুখারী- হাঃ ২৬৯৭, মুসলিম- ১৭/১৭১৮, সুনান আবূ দাউদ- হাঃ ৪৬০৬, ইবনু মাজাহ্- হাঃ ১৪)। দ্বীনের মধ্যে সওয়াবের উদ্দেশ্যে নতুন রিওয়াজ-রুসুম আবিষ্কার করার নামই বিদ'আত। তাই নাবী কারীম ﷺ বলেন :

وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

'আর শারী'আতের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।'

(মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদ, নাসায়ী- হাঃ ১৫৭৮)

এ সুস্পষ্ট মহানাবী ﷺ-এর সতর্কবাণী প্রাপ্তির পরও যারা মিথ্যা হাদীস তৈরী করে শারী'আতে নতুন কিছু ঢুকাল আর সুন্নাতের কিছু বর্জন করল তারা প্রকৃতপক্ষে মহানাবী ﷺ-এর 'আমালকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে যেমন পারেনি, তেমনি তারা শারী'আতকে 'ইবাদাত বন্দেগীর জন্য যথেষ্ট মনে করেনি। অথচ মহান আল্লাহর হুশিয়ারী-মহানাবী ﷺ-কে মহব্বত না করলে, উত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ না করলে, তাকে চরম ও পরম নি'আমাত হিসাবে মেনে না নিলে, দ্বীনের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী হিসাবে না গ্রহণ করলে ও দ্বীনের পূর্ণতা দানকারী হিসাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আনুগত্য না দেখালে সে তো আদৌ মুসলমান হতে পারবে না।

অনেকে তর্কে অবতীর্ণ হয়ে বলেন নতুন কাজ যদি বিদ'আত হয় তাহলে আধুনিক যানবাহনে চড়া, ঘড়ি হাতে দেয়া, কলকারখানাসহ আজকের যুগে নতুন আবিষ্কৃত বস্তুগুলো তো সবই বিদ'আতরূপে বর্জন করতে হবে যা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় যে, বিমানে চড়লে কত পূণ্য ও সওয়াব আর না চড়লে কি পরিমাণ গুণাহ হবে? এর উত্তর কি? কথা হলো শারী'আতের মধ্যে সওয়াবের উদ্দেশ্যে নতুন আবিষ্কৃত পন্থার যোগ-বিয়োগ দ্বীনকে সংকুচিত ও বৃদ্ধি করে, নবুওয়াত ও রিসালাতকে প্রকৃতপক্ষে বিকৃত করে, তাইতো আল্লাহ ও রাসূলের এহেন সতর্কবাণী। কেননা যারা আহলে কিতাব তারাও এভাবে শারী'আতকে খায়েশের পাবন্দ করে বিকৃত করেছিল। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহকে বজ্রদৃঢ় মুষ্ঠিতে যারা আঁকড়ে ধরে চরম ও পরম সফলতা অর্জন করেছিলেন, সে সাহাবায়ে কিরাম ও তার পরবর্তী যুগ হতে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সমস্ত মানুষকে জীবন সাফল্যের সোপানে আরোহণ করার জন্যই তো জীবনের শেষ প্রান্তে মহানাবী ﷺ বলেন :

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب لله وسنتى.

"আমি রেখে গেলাম তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু, যতকাল তোমরা এ দু'টিকে আঁকড়ে থাকবে ততকাল কস্মিনকালেও পথভ্রষ্ট হবে না তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।" (বুখারী ও মুসলিম)

অথচ দেখা যাচ্ছে, যা বিদ'আত তাই সুন্নাত বলে চালু করা হলো আর যা সুন্নাত তাই বর্জন করা হলো। ফলে ভ্রষ্টতা বৃদ্ধি পেল মুসলমানদের চেহারা, সুরাত, ঈমান, 'আক্বীদাহ্, 'আমাল সবই পরিবর্তন হলো। মুসলমানকে দেখে বিশ্বাস করা মুশকিল যে তারা কিতাব ও সুন্নাহকে কতখানি বর্জন করে এ অবস্থায় পতিত। মদ, সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার, বেপর্দা, মিথ্যা, গীবত, পরচর্চা হতে শুরু করে লাদ্বীনি ইজম ও মতবাদকে সবই মুসলমানেরা হালাল করে নিয়েছে ব্যক্তি জীবনে, গোষ্ঠী জীবনে, গ্রাম, মহল্লা, শহর, বন্দর হয়ে সরকারী-বেসরকারী সব প্রতিষ্ঠানে ও শিক্ষা নিকেতনে। তাই প্রাচ্যের দার্শনিক পণ্ডিত আল্লামা ইকবাল বলেন :

وضع مين تم هو نصارى تو تمدن مين هنود. تم مسلمان هو جنهين ديكه كے شرمائين يهود.

চেহারায় নাসারা, সংস্কৃতিতে হিন্দু, তুমি এমন মুসলমান যে, তোমাকে দেখে ইহূদীও লজ্জিত।

তারিখ : ১২/০৯/২০১৩ ঈসায়ী

আল্লাহ হাফেজ
প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান
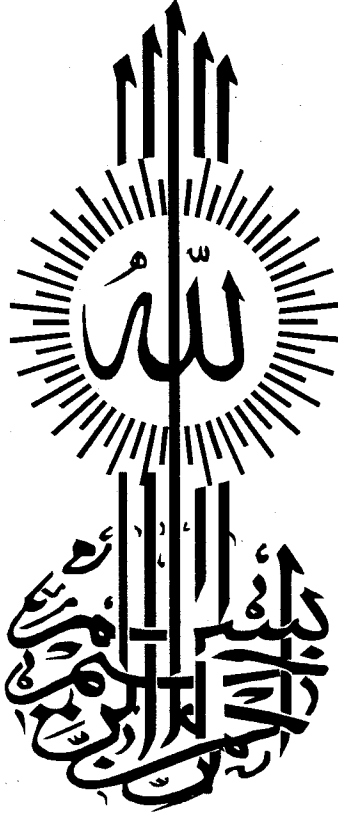
আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়

হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!

হিদায়া হানাফী মাযহাবের একখানি জনপ্রিয় গ্রন্থ। এ গ্রন্থের প্রশংসা এমন উঁচু পর্যায়ে করা হয়েছে যে এর সমতুল্য বা সমকক্ষ কোন গ্রন্থ হতে পারে না। গ্রন্থটি ১৯৯৮ সালে জানুয়ারীতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলায় ১ম খণ্ড অনুবাদ করে প্রকাশ করেছে। 'মহাপরিচালকের কথা'তে বলা হয়েছে- "হানাফী মাযহাবের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, নির্ভরযোগ্য এবং জনপ্রিয় প্রামাণ্য ফিকাহগ্রন্থ। আল হিদায়া ইসলামী আইন শাস্ত্রের একখানি নির্ভরযোগ্য মৌলিক গ্রন্থ।"

প্রকাশকের কথা'তে বলা হয়েছে- "হানাফী জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ আল হিদায়া শরীফ। একে হানাফী ফিকাহর বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে। অনুবাদ প্রসঙ্গে এ শিরোনামে বলা হয়েছে-ফিকাহ জগতে আল হিদায়া গ্রন্থের নির্ভরযোগ্যতা, খ্যাতি ও মর্যাদা অতুলনীয়। এর প্রশংসায় একজন বিশিষ্ট মনীষী বলেছেন, অপ্রতিদ্বন্দ্বিতার দিক থেকে কুরআনের মতই আল হিদায়া গ্রন্থ রচিত হয়েছে। শারী'আতের বিষয়ে এর আগে এ ধরণের কোন কিতাব কেউ রচনা করেননি।" (পৃঃ ৯)

এমন ধরণের আরো অতিশয়োক্তিমূলক প্রশংসা হিদায়া সম্পর্কে করা হয়েছে। কিন্তু এত এত প্রশংসাগীতি শব্দমালা প্রয়োগ করেও ভক্তেরা যেন হিদায়ার যথাযথ মূল্য দিতে পারছিলেন না। তাদের মনটা যেন ছট্‌ফট্‌ করছিল এ কিতাবটিকে আর কোন পর্যায়ে কি শব্দ ও ভাষায় এবং বিশেষণে ভূষিত করা যায়। একে কোন গ্রন্থের সাথে সমতুল্য করা যায়। কেননা হিদায়া গ্রন্থের লেখকের জন্ম ৫১১ হিযরীতে, আর মৃত্যু ৫৯৩ হিযরীতে। অর্থাৎ- মহানাবী ﷺ-এর মৃত্যুর ৫০০ বছর পর তার জন্ম। ইমাম আবু হানিফার জন্মের ৪৩১ বছর পর তার জন্ম। ইমাম বুখারী (রহ্ঃ) জন্মের ৩১৭ বছর পর তার জন্ম। তারপর বহু হাদীস শাস্ত্রবিদ, ফকিহ, মুজতাহিদের জন্ম মৃত্যু হয়েছে। অজস্র হাদীস সংকলন ও শারী'আতের নির্ভরযোগ্য মাসলাহ্ মাসায়েলের কিতাব রচিত হয়েছে। কিন্তু সব কিতাবের উর্ধ্বে হিদায়াকে স্থান দিতে হবে এটাই ভক্তদের প্রবল আকাংখা। হিদায়াতে কুদূরী কিতাবের বহু উদ্ধৃতি এবং ইমাম মুহাম্মাদের ছয়খানা কিতাব– (১) মাবসুত, (২) যিয়াদাত, (৩) জামে' উস সাগীর,

(৪) জামে' উল কাবীর, (৫) সিয়ারে সাগীর ও (৬) সিয়ারে কারীর-এর উদ্ধৃতিসহ ইমাম আবূ ইউসুফ ও অন্যান্য ইমামের উদ্ধৃতি আছে। অর্থাৎ- তাদের উদ্ধৃতি নির্ভর এবং নিজস্ব মতামত। ইমাম আবু হানিফাহ্ (রহ্:)-এর মতামত পেশ করা হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থকার ইমাম আবূ হানিফার মতের কোন সনদ বা উদ্ধৃতি রিওয়ায়াতরূপে পেশ করেননি। অথচ ইমাম সাহেবের মৃত্যুর ৩৬১ বছর পর তার জন্ম। এ শত শত বছর পর ইমাম সাহেবের মতামত পেশ করতে হলে হয়ত তাকে সনদসূত্র দিতে হত নতুবা ইমাম সাহেবের লিখিত কোন কিতাবের হাওলা বা উদ্ধৃতি পেশ করতে হত। পেশকৃত মত ইমাম আবূ হানীফার কি তার মত নয় এটা বুঝবার বা প্রমাণ করবার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু সব থেকে তাজ্জবের ব্যাপার হলো এমন প্রমাণপঞ্জী বিহীন ও সনদসূত্র বিহীন মনুষ্য রচিত একটা কিতাবকে বলা হলো মহাগ্রন্থ। পৃথিবীতে মহাগ্রন্থ বলতে মাত্র একটি মহাগ্রন্থ মুসলিমের হৃদয় জুড়ে আছে। তা হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম। অথচ হিদায়াকে মহাগ্রন্থ বলা কত বড় ধৃষ্ঠতা তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শুধু কি তাই? মহাগ্রন্থ বলেও তারা যেন তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। তারা বললেন- হিদায়া আল কুরআনের মতো। (নাওযূবিল্লাহ)

দুনিয়ার মানুষ কেন, কোন নাবী-রাসূল-এর কথা মহান আল্লাহর কালামের সমতুল্য নয়। আল্লাহর বাণীর মতো বা অনুরূপ নয়। অথচ হিদায়াকে কুরআনের মতো বলার এমন স্পর্ধা দেখান হলো।

আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন মাক্কার কাফিরদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন তোমরা আল কুরআনের মতো একটি সূরাহ্ রচনা করতেও পারবে না যদিও তোমাদের সকল সহযোগীর সাহায্য নাও। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন : "বলো, যদি এ কুরআনের অনুরূপ কুরআন রচনার জন্য মানুষ ও জীন সমবেত হয় ও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এ কুরআনের অনুরূপ কিছু রচনা করতে পারবে না"- (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল : ৮৮)।

আল্লাহ্ বলেন : "তারা কি বলে যে এটা তুমি রচনা করেছ? বলো, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমরা এর অনুরূপ দশটি সূরাহ্ রচনা করো এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাহায্য নাও।" (সূরাহ্ হুদ : ১৩)

অনুরূপভাবে সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্-এর ২৩ নং আয়াত ও সূরাহ্ ইউনুস-এর ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে তোমরা পারলে আল কুরআনের

অনুরূপ একটি সূরাহ্ আনো। কিন্তু না, আজ পর্যন্ত কেউ সে দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। ভণ্ডনাবী মুসাইলামা আল কুরআনের সূরাহ্ নকল করে বলত এটা ওয়াহী। কিন্তু তার জালিয়াতী শুধু ধরা পড়েনি। আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফাতকালে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করে তার সব সাধ আর জুয়োচ্চরীসহ তার জীবনকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। মাক্কার কাফিররা দুঃসাহস দেখাইনি আল কুরআনের মতো কিছু হাযির করতে। অথচ হিদায়া ভক্তেরা কোন স্তরে নেমে গেলে এমন উক্তি করতে পারে যে হিদায়া কুরআনের মতো? আল কুরআন তো ওয়াহী। আল্লাহর কালাম। হিদায়া কার ওয়াহী? কার কালাম? হিদায়া এমন একখানি ফিকাহর কিতাব যে কিতাবের মাসলাহগুলো এত বৈপরিত্যপূর্ণ পরস্পর বিরোধীতায় পূর্ণ সহীহ্ হাদীসের সাথে যেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তেমনি ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্ঃ)-এর মত, ইমাম আবূ ইউসুফ-এর মত, ইমাম মুহাম্মাদ-এর মত, ইমাম যুফার-এর মত এবং গ্রন্থকারের মতো পরস্পর বিরোধী। এমন একটি কিতাবকে কেমন করে মৌলিক নির্ভরযোগ্য, প্রামাণ্য, বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে? কিছু উদাহরণ হিদায়া থেকে পেশ করা হলো :

১. তাহারাত অধ্যায় : পৃষ্ঠা নং- ৬

গ্রন্থকার বলেন, মাথা মাস্‌হ-এর ক্ষেত্রে মাথার এক চতুর্থাংশ পরিমাণ স্পর্শ করা ফার্‌য। অথচ আল কুরআনে সূরাহ্ আল মায়িদাহ্-এর ৬ নং আয়াতে সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করার হুকুম।

এক ব্যক্তি 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়েদকে জিজ্ঞাসা করল : আপনি কি আমাদেরকে দেখাতে পারেন, কিভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওযূ করতেন? 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়েদ বললো : হ্যাঁ। অতঃপর তিনি পানি আনালেন। হাতের উপর সে পানি ঢেলে দু'বার হাত ধুলেন। তারপর কুলি করলেন নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন তিনবার। চেহারা ধুলেন তিনবার, উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন দু'বার। তারপর উভয় হাত দিয়ে মাথা মসেহ করলেন। অর্থাৎ- উভয় হাত সামনে থেকে পিছনে নিলেন। মাথার সম্পূর্ণ ভাগ যেখান থেকে নিয়েছিলেন সেখানেই ফিরিয়ে আনলেন। তারপর উভয় পা ধৌত করলেন। **(বুখারী- ইঃ ফাঃ বাং, কিতাবুল ওযু, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৭, হাঃ ১৮৪; মুসলিম; আবূ দাউদ- ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬, হাঃ ১৩২; আত্ তিরমিযী- ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩, হাঃ ৩২; নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ্)**

এখন বর্ণিত আল্লাহর নাবী ﷺ-এর শিখিয়ে দেয়া মাথা মসেহ করার পদ্ধতি মানতে হবে না হিদায়ার লেখকের কথা মানতে হবে?

আল্লাহর রাসূল সম্পূর্ণ মাথা মসেহ করতে বললেন। আর হিদায়ার লেখক ১/৪ অংশ মসেহ করা ফার্‌য করলেন। তাহলে এ ফার্‌যের হুকুমদাতা কি রাসূলের হুকুমের বিরোধিতা করলেন না?

অথচ ফার্‌য কে করতে পারে? ফার্‌যের গুরুত্ব কি? ফার্‌য তরক করলে কি হয়?

২. হিদায়া- পৃঃ ৫, ফার্‌য সম্বন্ধে বলা হয়েছে-

শারী'আতের পরিভাষায় ফার্‌য এমন বিধান যা সুনিশ্চিত সন্দেহাতীত প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত এবং তা অস্বীকার করা কুফ্‌রীর অন্ত র্ভুক্ত।

হিদায়ার লেখকের মত হলো তার ক্বিয়াস। নিজের উক্তি। এটা কেন ফার্‌য হবে? ফার্‌যের মালিক তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল। কোন মানুষ কি ফার্‌য হুকুম জারি করতে পারে? তাও তিনি করলেন। আল্লাহর নাবীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যারা সিদ্ধান্ত দেয় তারা কারা? নিশ্চয় তারা আশেকে রাসূল নয়। আল্লাহ্ মানুষকে হুকুম করেছেন- "তোমার নাবী যা দেন তা গ্রহণ করো আর যা নিষেধ করেন- তা বর্জন করো"– (সূরাহ্ আল হাশ্‌র : ৭)। এখন হিদায়ার হুকুম গ্রহণ করে মাথার ১/৪ অংশ মসেহ করবেন না আল্লাহর রাসূলের হুকুম সম্পূর্ণ মাথা মসেহ করে ওযূ ঠিক করবেন? ফার্‌য হুকুমদাতা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মানবেন না ফার্‌য হুকুমদাতা হিদায়ার লেখককে মানবেন?

হিদায়া- ২৯ পৃঃ, নাবীয (খেজুর, কিস্‌মিস্, মনাক্কা ভিজানো পানি)

হিদায়ার লেখকের মতে নাবীয গাঢ় হলে তা হারাম তা দিয়ে ওযূ জায়িয হবে না। আর যদি গাঢ় হয়ে যায় তাহলেও আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) মতে তা দ্বারা ওযূ জায়িয। কেননা তা পান করা হালাল। আর ইমাম মুহাম্মাদ (রহ্:)-এর মতে তা পান করা হারাম বিধায় তা দ্বারা ওযূ করা যাবে না।

আর আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, নাবীয এবং নেশাকারক পদার্থ দ্বারা ওযূ করা নাজায়িয। (বুখারী- ১ম খণ্ড, ২২৬ পৃ:)

এখানে নাবীয দিয়ে ওযূ করা আল্লাহ রাসূল নাজায়িয বললেন। হিদায়ার লেখক ও ইমাম মুহাম্মাদ নাজায়িয বললেন অথচ ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) জায়িয এবং হালাল করলেন। অথচ তা হারাম যেমন বুখারীর ২২৭ পৃ: ২৩৯ নং হাদীসে বলা হয়েছে যে সকল পানীয় নেশা সৃষ্টি করে তা হারাম।

এখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম ও নাজায়িয করেন ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) তা কিভাবে জায়িয ও হালাল করতে পারেন?

অথচ হিদায়াতে ইমাম সাহেবের নামে ঐ কথাই লেখা হলো। এ কেমন প্রামাণ্য ও মৌলিক গ্রন্থ পাঠক বুঝুন!

৩. হিদায়া- পৃ: ৩১, বলা হোল :

ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:) ও মুহাম্মাদ (রহ্:)-এর মতে মৃত্তিকা জাতীয় যে কোন বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়িয। যেমন- মাটি, বালু, পাথর, সুরকী, চুন, সাধারণ চুন, সুরমা ও হরিতাল। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ্:) বলেন, মাটি ও বালু ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তায়াম্মুম জায়িয হবে না। আল্লাহ বলেন : "পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে"– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ : ৬)।

আল্লাহর রাসূল মাটিতে হাত মারলেন এবং তার চেহারা ও হস্তদ্বয় মাসেহ করলেন– (বুখারী- ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১৫, হা: ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩ ও ৩৩৪)। অর্থাৎ- মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ আল্লাহর নাবীর 'আমালই ব্যক্ত করেছেন অথচ ইমাম আবূ হানিফাহ্ ও ইমাম মুহাম্মাদ ক্বিয়াস করে মাটি ছাড়াও আরও সাত প্রকারের বস্তুর ইখতিয়ার দিলেন। কিন্তু কেন? আল্লাহর নাবী যা বললেন না অন্য যে কেউ তা বৃদ্ধি করার কি কোন ইখতিয়ার রাখেন? যদি তাই হয় তবে শারী'আত তো মানুষের মর্জির উপর নির্ভর করবে। ইচ্ছা ও খেয়ালের উপর সওয়ার হতে হতে তো রাসূলের নির্দেশিত রূপ থাকবে না। এমন খেয়াল ও ক্বিয়াসের বর্ণনা দেয়া হিদায়ার লেখকের কি খুবই প্রয়োজন ছিল?

৪. হিদায়া- সালাত অধ্যায়, পৃঃ ৭৭।

যদি তাকবীরের পরিবর্তে আর রহমানু আকবর, আল্লাহু আজামু ইত্যাদি কিংবা আল্লাহর অন্যান্য নাম (ও গুণ) উচ্চারণ করে তাহলে ইমাম আবূ হানিফার ও মুহাম্মাদের (রহ্ঃ) মতে তা যথেষ্ট হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ-এর মতে সে তাকবীর শুদ্ধ উচ্চারণ করতে সক্ষম হলে তা ছাড়া অন্য কিছু জায়িয হবে না।

অথচ নাবী ﷺ-এর 'আমাল কেবলমাত্র তাকবীরে উচ্চারণ যা বুখারী মুসলিমসহ সকল হাদীস গ্রন্থে মৌজুদ।

এক্ষেত্রেও হাদীসকে বাদ দিয়ে সালাতে তাকবীরে অন্য যে কোন শব্দ আমদানী করার আবশ্যিকতা কেন এবং কে অনুভব করল? এক্ষেত্রেও কি রাসূলের ইত্তেবা বাদ দিয়ে মনগড়া শারী'আতের দিকে মানুষকে আহ্বান করা হচ্ছে না?

৫. হিদায়া- পৃঃ ৭৮।

যদি ফারসীতে সালাত শুরু করে। কিংবা ফারসী ভাষায় সালাতের কিরা'আত পাঠ করে কিংবা যবাহ্ করার সময় ফারসী ভাষায় বিস্‌মিল্লা-হ পড়ে অথচ সে শুদ্ধ আরবী বলতে পারে তাহলে ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্ঃ)-এর মতে তা যথেষ্ট হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, পশু যবাহ্ ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে যা তা যথেষ্ট হবে না। তবে যদি শুদ্ধ আরবী বলতে অক্ষম হয় তাহলে যথেষ্ট হবে।

এ তো হিদায়ার এক নতুন হিদায়াত। ফারসী ভাষায় যদি সালাত অর্থাৎ- কিরা'আত তাকবীর তাসবীহ্ এবং অন্যন্য দু'আ পড়ে সালাত শুদ্ধ হয় তবে অন্য যে কোন ভাষায় তা হবে না কেন? ফারসী যেমন অনারবী ভাষা তেমনি বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, গুজরাটী, তেলেগু, ইতালী, উর্দু, ফরাসী, জার্মান, ইংরেজী, পশতু, চীনা অর্থাৎ- যে কোন ভাষা অনারবী। যে কোন ভাষায় সালাতে কিরা'আত করলে চলবে। এটাই তো হিদায়ার বক্তব্য।

কিন্তু হানাফী মাযহাবের ভাইয়েরা কুরআন সম অপ্রতিদ্বন্দী এ মহাগ্রন্থ হিদায়ার তালীম কি 'আমাল করতে প্রস্তুত? না কোথাও কখন কেউ করেছেন? যদি না করেন তবে কিভাবে হিদায়া হানাফী মাযহাবের প্রামাণ্য মহাগ্রন্থ হলো? কিভাবে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য কিতাব হলো?

যদি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য কিতাব হয় তবে সে কিতাবের মাসলাহ্ ও সে কিতাবে বর্ণিত ইমাম সাহেবের ফাতওয়াহ মেনে চলা হয় না কেন? আজ যদি বাংলা তরজমা করে সালাতের মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদাত আদায় করার সুযোগ থাকত তবে তো বাঙালীদের জন্য বেশ উপকার হত এবং আরবীকে মোটামুটিভাবে বঙ্গমাতার দেশ হতে বিতাড়ন করা সহজ হত কিংবা আরবী ভাষা নিজের ইজ্জত আবরু নিয়ে এদেশ থেকে হিজরাত করত। মুসলিমের কিছুই বলার থাকত না।

কামাল আতাতুর্ক যখন তুরস্কে আরবীর পরিবর্তে আযান তুর্কী ভাষায় প্রচলন করার হুকুম দেন তখন সকল মাযহাবী ভাইয়েরা তো দারুণ প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। কেন? হিদায়াতে তো দলীল মৌজুদ। আরবী ভাষা ছাড়াও চলবে সালাত ও যবেহ্ অন্য ভাষায়। এ হিদায়ার তালীম কি মুসলিমের জন্য উপকারী না ক্ষতিকারক?

৬. হিদায়া- পৃঃ ৭৯।

"ইমাম কুদূরী বলেন, সে তার নাভীর নীচে বাম হাতের উপর ডান হাত স্থাপন করবে।" হাত হোল কনুই থেকে আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত। এর মধ্যে কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত বাহু আর কব্জি থেকে আঙ্গুলের অগ্রভাগ কব্জি আবার কনুই থেকে আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত জেরা বলা হয়।

কোন লোক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার হাত নাভীর নীচে রাখতে পারে না। পারে কব্জি। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সালাতে তাকবীরে তাহরীমার পর মুসল্লী তার বাম বাহুর (যেরা) উপর ডান বাহু স্থাপন করবে- **(বুখারী- ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৮, মিসরী ছাপা ১৩৫৫ হিযরী)**। ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে বুকের উপর- **(সহীহ ইবনু খুজায়মাহ্- ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৩, বৈরুত ছাপা ১৩১০ হিযরী)**।

তাছাড়া হিদায়ার ভাষ্য দেরায়া মূল হিদায়ার ১ম খণ্ড ১০১ পৃঃ ব্যাখ্যায় বলা হলো নাভীর নীচে হাত বাধার হাদীসের রাবী আবূ শাইবাহ্

'আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক আল ওয়াসিতী একজন দুর্বল ও অবিশ্বাস্য রাবী।

(১) তাহজীবুত তাহজীবে তাকে য'ঈফ বলা হয়েছে, (২) ইমাম আহমাদ তাকে মুনকারল হাদীস বলেছেন, (৩) ইমাম ইবনু ম'ঈন তাকে য'ঈফ বলেছেন, (৪) আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু হিব্বান তাকে য'ঈফ বলেছেন, (৫) ইমাম বুখারী তাকে গ্রহণ করেননি, (৬) ইমাম ইবনু খুজায়মাহ্, আবূ যারআ ও ইমাম যহাবীও তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, (৭) মুসলিমের শরাহ্ লেখক ইমাম নওয়াবী তাকে য'ঈফ বিল ইত্তেফাক অর্থাৎ- সর্বসম্মতিক্রমে তাকে য'ঈফ বলে মন্তব্য করেছেন।

সর্ববাদীসম্মত একজন প্রত্যাখ্যাত য'ঈফ বর্ণনাকারীর হাদীসকে গ্রহণ করে বুখারী মুসলিমের মতো বিশুদ্ধ হাদীসের বক্তব্যকে বর্জন করা কি আদৌ বিবেক সম্মত?

৭. হিদায়া- পৃঃ ৭৯।

তাকবীরের পূর্বে ইন্নি অজ্জহাতু বলবে না, যাতে নিয়্যাত তাকবীরের সাথে যুক্ত থাকে। অথচ হানাফীরা জায়নামাযে দাঁড়িয়ে তাকবীরের পূর্বে ঐটা পড়েন। কৈ তারা তো হিদায়ার হিদায়াত মানলেন না?

৮. হিদায়া- পৃঃ ৮০।

মোটকথা, আমাদের মত সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পাঠ রুকন হিসাবে নির্ধারিত নয়। তদ্রুপ তার সাথে সূরাহ্ মিলানোও।

সালাতে সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পাঠ ও অন্য সূরাহ্ মিলানোর কথা সহীহ্ সকল হাদীস গ্রন্থে বিদ্যমান। অথচ এখানে হিদায়ার লেখক সাহেব তাদের মত ভিন্নভাবে প্রকাশ করতে গেলেন কেন? এটা তো আদৌ জরুরী ছিল না যেমন তাদের মতে হানাফীরা রুকন নয় বলে সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ ও অন্য সূরাহ্ ছাড়া সালাত আদায় করেন কি? ফলে অপ্রয়োজনীয় শব্দ এনে সহজ জিনিষকে জটিল করে অহেতুক তর্কের মহড়া দেয়া কি প্রামাণ্য কিতাবের কাজ?

৯. হিদায়া- পৃ: ৮২-৮৩।

ইমাম কুদূরী বলেন : অতঃপর যখন সোজা হয়ে দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলবে এবং সাজদায় যাবে।

তবে সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবশ্য ফার্‌য নয়। তদ্রুপ দু' সাজদার মাঝে বসা এবং রুকূ' ও সাজদায় সুস্থির হওয়াও ফার্‌য নয়। এটাই ইমাম আবূ হানিফাহ্‌ ও ইমাম মুহাম্মাদের মত। ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন, এগুলো সবই ফার্‌য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস : হুযাইফাহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার রুকূ'-সাজদাহ্‌ পুরাপুরি আদায় করছিল না। সে যখন সলাত শেষ করল তখন হুযাইফাহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : তোমার সলাত ঠিক হয়নি তুমি এ অবস্থায় মারা গেলে মুহাম্মাদ ﷺ-এর তরীকার বাইরে মারা যাবে। **(বুখারী- ১ম খণ্ড, বাংলা অনুবাদ, ই: ফা: বাং, পৃ: ৩৬০, হা: ৩৮০)**

এছাড়া বহু হাদীস আছে রুকূ' ঠিকমত আদায় করার, রুকূ' হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং সাজদাহ্‌ ঠিকমত আদায় করা ও দু' সিজদার মাঝে সুস্থ হয়ে বসার ও দু'আ পাঠ করার। অথচ তাড়াহুড়া করে যেন তেন করে সলাত আদায় করার পক্ষে ইমাম আবূ হানিফাহ্‌ (রহ্‌:)-এর যে মত প্রকাশ করা হয়েছে হিদায়া কিতাবে তা কি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য? অথচ কিতাবটিকে নির্ভরযোগ্য বলা হয়েছে।

যদি নির্ভরযোগ্য হয় তাহলে ইমাম সাহেবের বরাতে কথাটি সত্য আর এটা সত্য হলে হাদীসের বিরুদ্ধে সলাত বিনষ্টের কথা কেমন করে সত্য হিসাবে মেনে নেয়া যায়? এহেন কিতাব হানাফী সমাজে কিভাবে জনপ্রিয় ও সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হতে পারে? ইমাম আবূ হানিফাহ্‌ (রহ্‌:)-এর 'আমাল যদি হাদীস মুতাবিক হয় তবে হিদায়ার বক্তব্য সত্য নয়। কোনটা ঠিক বিচারের ভার সংশ্লিষ্ট মাযহাবের উপরই রইল।

১০. হিদায়া- পৃ: ৮৫-তেও বলা হলো :

"যদি সোজা হয়ে না বসে তাকবীর বলে আর এক সাজদায় যায় তাহলে ইমাম আবূ হানিফাহ্‌ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে।" এ কথাও হাদীসের বিরুদ্ধে সুস্থ হয়ে বসার পর সাজদায় যেতে হবে এ হাদীসটি পেশ করার পর কিভাবে হাদীস বিরুদ্ধ কথা ইমাম

সাহেবের মত হিসাবে লিখিত হলো? ইমাম কুদূরী (রহ্ঃ) ও সুস্থভাবে সাজদাহ্ ও বসার কথা ঐ একই পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। এসব মাসলাহ্ দ্বারা কি এটা লেখক প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্ঃ) হাদীসের ধার ধারতেন না বা তার মতামতই চূড়ান্ত হাদীস যাই থাকুন না কেন? অথবা সংশ্লিষ্ট মসলার হাদীস ইমাম সাহেবের জানা ছিল না। কোনটা সঠিক, মাযহাবী ভাইয়েরা ভেবে দেখুন।

১১. হিদায়া- পৃঃ ৮৪।

ইমাম কুদুরী বলেন : আর নিজের নাক ও কপালের উপর সাজদাহ্ করবে। কেননা নাবী ﷺ নিয়মিত এরূপ করেছেন।

তবে যদি দু'টির একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে তাহলে ইমাম আবূ হানিফার মতে জায়িয। ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন ওজর ছাড়া শুধু নাকের উপর সীমাবদ্ধ রাখা জায়িয নয়।

কপাল ও নাকের সাহায্যে সাজদাহ্ বুখারী মুসলিমের। আবূ দাউদ পৃঃ ১৬, ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য। এক্ষেত্রেও ইমাম আবূ হানিফার মত হাদীসের বিরুদ্ধে, কুদুরী, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতের বিরুদ্ধে।

সত্যিই কি এহেন হাদীস বিরুদ্ধ মতামত ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্ঃ) করেছেন? নাকি এ বিষয়ে কোন হাদীস তার জানা ছিল না। তাই বা কেমন করে বিশ্বাস করা যায়? যেখানে তারই দু' ছাত্র হাদীস মুতাবিক মত প্রকাশ করেছেন সেখানে তিনি কেন হাদীসের বিরুদ্ধে যাবেন? বিষয়টি গুরুতর ভাববার নয় কি?

১২. হিদায়া- পৃঃ ৮৮।

আর তাশাহহুদ পড়বে। আমাদের নিকট তা ওয়াজিব। আর নাবী ﷺ উপর দরূদ পড়বে। আমাদের নিকট তা ফার্‌য নয়, সালাতের বাইরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ ওয়াজিব। ইমাম কারখীর মতে শুধুমাত্র একবার আর ইমাম তাহাবীর মতে যখনই নাবী ﷺ-এর আলোচনা হয়।

ঐ পৃষ্ঠার ৩৬ নং ফুট নোটে বলা হয়েছে যে অর্থাৎ- আয়াতে কারীমায় নাবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠের যে নির্দেশ রয়েছে তার দাবী তো হলো জীবনে মাত্র একবারের জন্য ওয়াজিব হওয়া। সে দাবী তো

পূরণ হয়েছে। সুতরাং সালাতের ভিতরে এ একই আয়াতের প্রেক্ষিতে দরূদ ওয়াজিব করার অবকাশ নেই।

অথচ নাবী ﷺ তাশহাহুদ শিক্ষা দিলেন তার সাহাবীদেরকে দরূদসহ এটা কি সহীহ্ হাদীস নয়?

আল্লাহর রাসূলের প্রতি কিভাবে, কি শব্দ ও বাক্যে দরূদ পাঠ করতে হবে তা হুবহু প্রিয় নাবী ﷺ-এর পবিত্র জবান থেকে সাহাবায়ে কিরাম শিখেছেন যা তাশাহুদের পরে পড়া হয়। এটা কি ফরযিআতের বাইরের ব্যাপার? নাকি এটার গুরুত্ব এতই কম যে এটা পড়া না পড়া মর্জির উপর নির্ভর করে? অথচ মুখে নিয়্যাত উচ্চারণের কোন দলীলই কোন হাদীসের পৃষ্ঠায় উল্লেখ নেই- সেটা মুখস্থ করার গরজ ঢের বেশী। যেন ওটা মুখস্থ না করলে সলাত হলো না। অথচ মহানাবী ﷺ-এর শানে স্বয়ং আল্লাহ্ দরূদ পাঠ করেন এবং বান্দাহকে পাঠ করার হুকুম দেন, আল কুরআনে সে হুকুমটা ফার্‌য নয় বলে ফাতওয়াহ দেয়া কতটা যুক্তিযুক্ত ভেবে দেখুন একটু। নাবী ﷺ-এর সলাত আদায়ের পদ্ধতি হুবহু হাদীসে বিদ্যমান। সে পদ্ধতির উপর নতুন কোন মন্তব্য করা কতটুকু সমীচিন?

১৩. হিদায়া- পৃঃ ১৩০।

মুক্তাদী যদি ইমামের আগে রুকূ'তে যায় আর ইমাম তাকে রুকূ'তে গিয়ে পান তবে সলাত জায়িয হয়ে যাবে। ইমাম যুফার (রহ্:) বলেন এটা তার জন্য জায়িয হবে না।

হাদীস : যে ব্যক্তি সলাতে ইমামের আগে (রুকূ' ও সাজদায়) মস্তক উঠায়, সে ব্যক্তি কি ভয় করে না যে, আল্লাহ্ তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করে দিবেন। সাহাবী ইবনু মাস'উদ কর্তৃক ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তি সলাতে ইমামের আগে যাচ্ছিল : তুমি একাও সলাত পড়লে না এবং তোমার ইমামের একতেদাও করলে না। আর রিসালাতুস সানিয়া ফিস সলাত ওয়া মা ইয়ালযামু ফিহা। (ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ্:) বঙ্গানুবাদ আবূ মুহাম্মদ আলীমুদ্দিন পৃঃ ৭১)

উক্ত কিতাবের ৭৩ পৃষ্ঠা বলা হয়েছে : বস্তুতঃ পক্ষে সলাতের আহকাম পালনে ইমামের আগে যাওয়া সম্পর্কে সাহাবা (রাযিআল্লাহু আনহুম) হতে সলাত বাতিল হয়ে যাবার কথাই প্রমাণিত।

মহানাবী ﷺ ও সাহাবায়ে কিরাম ইমামের আগে রুকূ'তে যাওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ ও সলাত বাতিল যেখানে হচ্ছে সেখানে ইমাম আবূ হানিফাহ্ সলাতকে কোন সাহসে জায়িয বলতে পারেন। এটা কখনো ইমাম সাহেবের বক্তব্য হতে পারে না। কেননা তিনি বলেন– সহীহ্ হাদীস তার মাযহাব।

১৪. হিদায়া- পৃঃ ১৫৫, সালাতুল জুমু'আহ্।

জুমু'আর সলাত শুদ্ধ হয় না কেবল জামে' শহর কিংবা শহরের ঈদগাহ্ ব্যতীত। গ্রামাঞ্চলে জুমু'আহ্ জায়িয নয়।

অথচ আল্লাহ বলেন : "হে বিশ্বাসীগণ যখন জুমু'আর সলাতের আহ্বান শুনবে দৌড়ে চলে আসো.....।" (সূরাহ্ আল জুমু'আহ্ : ৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মাদীনায় হিজরাত করেন তখন বানু 'আম্‌র ইবনু আওফদের কুবায় অবস্থান করেন। ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় সোম, মঙ্গল, বুধবার ও বৃহস্পতিবারে কুবায় অবস্থান করে কুবা মাসজিদের নির্মাণ কাজ করেন। তারপর জুমু'আর দিন তাঁরা সেখান হতে চললেন এবং বানু সলিম ইবনু আওফের ওখানে গিয়ে জুমু'আর সময় হলো এবং সে স্থানে প্রথম জুমু'আহ্ আদায় করলেন। মাদীনায় এটাই প্রথম জুমু'আহ্। এ জুমু'আহ্ মাদীনাহ্ মাসজিদে নাব্বী তৈরীর পূর্বে পড়া হয়।
(যাদুল মাআদ- ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩০, বাংলা অনুবাদ, ইঃ ফাঃ বাং, ১৯৮৮ ঈসায়ী)

অথচ প্রথম জুমু'আহ্ যেখানে পড়া হয় তা শহর ছিল না। তাহলে শহর ব্যতীত জুমু'আহ্ হবে না এটা বললে কি রাসূল ﷺ-এর 'আমালের বিরোধিতা করা হয় না? আর এখন বাংলাদেশ সহ সারা মুসলিম দুনিয়ায় কি শহর ও শহরের ঈদগাহে কেবল জুমু'আর সলাত হয়? কোন গ্রামে বা পল্লীতে জুমু'আহ্ যদি নাজায়িয ফাতওয়াহ দেয়া হয় তবে বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামে লক্ষ লক্ষ মাসজিদে যে আবহমানকাল হতে জুমু'আহ্ পড়ে আসা হচ্ছে তার কি হবে? এবং এখন কি তা বন্ধ করে দেয়ার হুকুম দিতে হবে হিদায়ার ফাতওয়াহ মুতাবিক? না এটা কেউ মানবেন?

১৫. হিদায়া- পৃঃ ১৫৬।

যদি শুধু আল্লাহর যিক্‌রের উপর খুৎবা শেষ করে দেয়, ইমাম আবূ হানিফার মতে তা জায়িয।

হাদীস : জাবির ইবনু সামুরাহ্ বলেন, নাবী জুমু'আয় দু'টি খুৎবাহ্ দিতেন এবং উভয় খুৎবার মাঝে বসতেন। তিনি কিছু কুরআনের অংশ পড়তেন এবং লোকদের উপদেশ দিতেন।

(মুসলিম- ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২১৩ হাঃ ১৮৬৫ ইঃ ফাঃ বাং)

আল্লাহর নাবী -কে অনুসরণ না করে হিদায়ার উপদেশ শুনতে হবে কি?

১৬. হিদায়া- পৃঃ ১৫৮।

"জুমু'আর দিন যে ব্যক্তি ইমামের জুমু'আহ্ আদায়ের আগে আপন গৃহে যোহরের সলাত আদায় করে ফেলেন অথচ তার কোন ওজর নেই, তার জন্য তা মাকরূহ হবে। তবে তার সালাত আদায় হয়ে যাবে।" যুফার (রহ্ঃ) বলেন, তার ঐ সলাত আদায়ই হবে না।

আল্লাহ্ বলেন : যখন জুমু'আর সলাতের আহ্বান শুনবে ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করে দৌড়ে চলে আসবে এইটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি করো। **(সূরাহ্ আল জুমু'আহ্ : ৯)**

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ বলেন, নাবী কারীম একদল লোক সম্পর্কে বলেছেন : যারা জুমু'আর সলাত হতে সরে থাকত (সম্ভবত : মুনাফিক্ব দল) আমি নিশ্চিতরূপে ইচ্ছা করেছি যে আমি কাউকে আদেশ করব, যে আমার স্থলে ইমামতি করবে আর আমি গিয়ে সে সব লোকের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিব যারা জুমু'আর সলাত হতে সরে থাকে। **(মুসলিম, মিশকাত- ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৩, নূর মুহাম্মাদ আজমীকৃত বঙ্গানুবাদ, ১৯৮৫ মুদ্রিত)**

আল্লাহর নাবীর কি কঠোর হুঁশিয়ারী জুমু'আর সলাত আদায়ের জন্য। জুমু'আর সলাত না আদায়ের জন্য মুনাফিক্ব বলা হলো তারপর তাদের ঘরগুলো পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিবার মতো কঠোর ব্যবস্থার কথাও বলা হলো

এবং এগুলো সবই রাসূলের হুকুম। আর সূরাহ্ জুমু'আতে জুমু'আর সলাতে হাজির হওয়া ফার্য করা হলো।

অথচ বিনা ওজরে বাড়ীতে জুমু'আর বদলে যোহর পড়লে সে সলাত হয়ে যাবে? কুরআন ও হাদীসের উপর এমন মাতব্বরী করার কোন অধিকার কি কোন সুস্থ ব্যক্তির আছে?

১৭. হিদায়া- পৃ: ১৬৩।

যদি কোন ওযরবশতঃ ঈদুল আযহার দিন সলাত আদায় করা সম্ভব না হয় তবে পরের দিন এবং তার পরের দিন সলাত আদায় করবে এরপরে তা আদায় করবে না।

ওজরবশতঃ কুরবানী করা যাবে আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোতে। কিন্তু ঈদুল আযহার সলাত আদায় করা যাবে এটা কোন হাদীসের কথা? না আজ পর্যন্ত এমন মাস'আলার উপর কেউ 'আমাল করতে দেখেছে কখনো?

হিদায়ার এহেন বিভ্রান্তিকর ক্বিয়াস করার হুকুম কেন দিলো?

এ কিতাব এমন যে এটা সর্বজন প্রশংসিত এবং এ কিতাবের ন্যায় ইতিপূর্বে কোন কিতাব রচিত হয়নি। এ কথা সত্য যে এমন অদ্ভুত এবং বেদলীল কথা দিয়ে এমন কিতাব কে রচনা করার সাহস দেখাবে সুস্পষ্ট কুরআন ও হাদীসের শারী'আতকে বেমালুম উপেক্ষা করে?

১৮. হিদায়া- পৃ: ১৬৮।

বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা দু'আর সময় ইমাম চাদর উল্টাবেন না এটা ইমাম আবূ হানিফার মত। ইমাম মুহাম্মাদের মত চাদর উল্টাবেন।

হাদীস : অথচ সকল সহীহ হাদীসে দু'আর সময় চাদর উল্টানোর কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রেও হিদায়ার বক্তব্য দুর্ভাগ্যজনক।

১৯. হিদায়া- পৃ: ১৭৬।

জামা'আত হয় এমন মাসজিদের ভিতর জানাযা পড়বে না।

হাদীস : রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে সালাতুল জানাযা পড়েছেন।

(আত্ তিরমিযী- ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৭, হা: ১০৩৩, বাংলা, ই: ফা: বাং)

২০. হিদায়া- পৃঃ ২০৭।

কোন যিম্মী যদি শরাব কিংবা শূকর নিয়ে পথ অতিক্রম করে তবে শরাবের উপর উশর গ্রহণ করা হবে কিন্তু শূকরের উপর উশর গ্রহণ করা হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন, উভয়টির উপর ওশর গ্রহণ করা হবে। ইমাম শাফী (রহ্ঃ) বলেন কোনটার উপর ওশর গ্রহণ করা হবে না কেননা মুসলমানের নিকট এ দু'টির কোন মূল্য নেই।

আল কুরআন যে শরাবকে হারাম করল, যে শূকরকে হারাম করল **(সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ : ৩, সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ : ১৭৩, সূরাহ্ আন্ নাহল : ১১৫-১১৬)** সেখানে সে হারাম বস্তুর উপর উশর আদায়ের ফাতওয়াহ দেয়াটা কি ধরণের ক্বিয়াস ভেবে দেখুন। অথচ ইমাম আবূ হানিফাহ্ বলেন : এরূপ অনেক ক্বিয়াস আছে যেগুলোর তুলনায় মাসজিদে প্রস্রাব করাও ভাল।

(মনাকিব- ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯১)

২১. হিদায়া- পৃঃ ২৬১।

কেউ যদি বলে আল্লাহর ওয়াস্তে কুরবানীর দিনে আমার যিম্মায় সিয়াম। সে ঐ দিন সাওম পালন না করে ক্বাযা করবে। আমাদের নিকট এ মানত বিশুদ্ধ।

হাদীস : নাবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে সে যেন তার আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করার মানত করে যে যেন নাফরমানী না করে।

(বুখারী- বাংলা, ইঃ ফাঃ বাং, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫, হাঃ ৬১৩০)

ঈদুল আযহার কুরবানীর দিনগুলোতে রোযা রাখা হারাম। একজন মুসলিমের এটা অজানা নয়। অথচ সে জেনেশুনে এ দিন রোযার মানত করতে পারে? আর তা করা রাসূলের আদেশ নিষেধের বরখেলাফ। কিভাবে রাসূলের আনুগত্য না মেনে চলার কাজ এটা। তবুও ঐ হারামের মানত কিভাবে বিশুদ্ধ হয়? এসবই খায়েশের তাবেদারী করার ঘৃণ্য কাজের উস্কানী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

হাদীস : একদা নাবী ﷺ খুৎবাহ্ প্রদান করছিলেন। এক ব্যক্তিকে দাঁড়ানো দেখে লোকজনকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল যে, এ লোকটির নাম আবূ ইসরা'ঈল। সে মানত করেছে যে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়াতেও যাবে না আর কারো সাথে কথাও বলবে না

এবং সাওম পালন করবে। নাবী বললেন- লোকটিকে বলে দাও সে যেন কথা বলে, যেন ছায়াতে যায়, যেন বসে এবং তার সাওম যেন সমাপ্ত করে। **(বুখারী- বাংলা, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৩৬, হা: ৬১৩৪)**

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মানুষ তার স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ করার মানত করলেও সে মানত শুদ্ধ নয় এবং তা পূরণ করাও যাবে না। অথচ হারাম কাজের মানত যে মাযহাবে শুদ্ধ হতে পারে, যে কিতাবে তা লেখা হতে পারে, যিনি তা লিখতে পারেন তা কেমন মাযহাব সে কেমন কিতাব এবং তিনি কেমন লেখক তা সহজে অনুমেয়। এ হিদায়া নাকি কুরআনের মত? এটি যদি সর্বাধিক বিশুদ্ধ, প্রামাণ্য বিশ্বকোষ হয় তবে হাদীস কুরআন বিরুদ্ধ এবং ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:)-এর আদর্শ ও নীতি বিরুদ্ধ কিতাব কোনটা হবে? এ হিদায়ার হিদায়াত মানলে গুমরাহ্ না হবার কোন পথ থাকবে কি? হিদায়ার মসাআলা কখনো আল্লাহর কুরআনের বিরুদ্ধে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাসূলের হাদীসের বিরুদ্ধে কোন সময় ইমাম মালিক, ইমাম আহ্মাদ, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম যুফার, ইমাম কুদুরীরও বিরুদ্ধে। হিদায়া গ্রন্থকার কখনও নিজ মত প্রকাশ করেছেন তাও উক্ত ইমামদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে নয়। এখন প্রশ্ন হলো সহীহ্ হাদীসের অন্বেষণ ব্যতীত কেনই বা এত ব্যক্তিগত মত প্রকাশ? সহীহ্ হাদীস তো লিখিত অবস্থায় মহানাবীর জীবদ্দশায় ছিল। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনে ইযাম ও তাবে তাবেঈনে মুকাররমও তো হাদীসের বর্ণনা ও দরস দিয়ে হাদীস ভিত্তিক শারী'আত মেনে স্বর্ণ যুগের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছেন।

তাহলে সেসব বিশুদ্ধ হাদীস মৌজুদ থাকতে কেন এত ক্বিয়াস, রায়, অভিমত, সিদ্ধান্ত যা হাদীস বিরুদ্ধ?

১। হিদায়ার লেখকের জন্ম-মৃত্যু (৫১১ - ৫৯৩) হিযরী
২। ইমাম আবূ হানিফা (রহ্:)-এর জন্ম-মৃত্যু (৮০ - ১৫০) হিযরী
৩। ইমাম মালিক (রহ্:)-এর জন্ম-মৃত্যু (৯৩ - ১৭৯) হিযরী
৪। ইমাম শাফি'ঈ (রহ্:)-এর জন্ম-মৃত্যু (১৫০ - ২০৪) হিযরী
৫। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ্:)-এর জন্ম-মৃত্যু (১৬৪ - ২৪১) হিযরী
৬। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ্:)-এর জন্ম-মৃত্যু (১১৩ - ১৮২) হিযরী
৭। ইমাম মুহাম্মাদ (রহ্:)-এর জন্ম-মৃত্যু (১৩২ - ১৮৯) হিযরী

৮। ইমাম বুখারী (রহ্:)-এর জন্ম-মৃত্যু (১৯৪ - ২৫৬) হিযরী
৯। ইমাম মুসলিম (রহ্:)-এর জন্ম-মৃত্যু (২০৪ - ২৬১) হিযরী
১০। ইমাম আবূ দাঊদ (রহ্:)-এর জন্ম-মৃত্যু (২০২- ২৭৫) হিযরী
১১। ইমাম আবূ তিরমিযী (রহ্:)-এর জন্ম-মৃত্যু (২০৯ - ২৭৯) হিযরী
১২। ইমাম নাসায়ী (রহ্:)-এর জন্ম-মৃত্যু (২১৫ - ৩০৩) হিযরী
১৩। ইমাম ইবনু মাজাহ্ (রহ্:)-এর জন্ম-মৃত্যু (২০৯ - ২৭৩) হিযরী
১৪। ইমাম দারেমী (রহ্:)-এর জন্ম-মৃত্যু (১৮১ - ২৫৫) হিযরী
১৫। ইমাম দারাকুতনী (রহ্:)-এর জন্ম-মৃত্যু (৩০৬ - ৩৮৫) হিযরী
১৬। ইমাম বায়হাক্বী (রহ্:)-এর জন্ম-মৃত্যু (৩৮৪ - ৪৫৮) হিযরী
১৭। ইমাম হাকিম (রহ্:)-এর জন্ম-মৃত্যু (০০- ৪০৫) হিযরী
১৮। ইমাম ইবনু খুজায়মাহ্ (রহ্:)-এর জন্ম-মৃত্যু (২২৩ - ৩১১) হিযরী
১৯। ইমাম তাবারানী (রহ্:)-এর জন্ম-মৃত্যু (০০- ৩৬০) হিযরী

তাহলে হিদায়ার লেখক বুরহান উদ্দিন আবুল হাসান 'আলী সাহেবের জন্মের বহু আগেই মুয়াত্তা মালিক, কিতাবুল উম্ম, মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, আত্ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্, নাসায়ী, দারেমী, দারাকুতনী, হাকিম, বায়হাক্বী, ইবনু খুজায়মাহ্, তাবারানী ইত্যাদি প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাবগুলো সংকলিত হয়ে গেছে। ঐসব হাদীসের কিতাবে শরা শারী'আতের প্রামাণ্য দলীলগুলো মৌজুদ থাকতে কেন হাদীস বিরুদ্ধ এমন সব মাসলাহ ক্বিয়াস করে রচনা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলো? এ প্রশ্ন কি সঙ্গত নয়? আর মহামতি ইমাম সাহেবের নামে যত কথাই বলা হলো তার কোন প্রমাণ তো নেই যে, সত্যিই ইমাম সাহেব তা বলেছেন কিনা। এমন কিতাব মানুষকে কোন পথের হিদায়াত দিবে?

এছাড়া আল কুরআনুল কারীমের মশহুর তাফসীর যেমন আল্লামা জরীর আত্ তাবারীর (২২৪-৩১০ হিয্রী) আজ জামে'উল বয়ান ফী তাফসীরুল কুরআন, শাইখ 'আবদুল কাহির জুরজানীর (০০-৪৭৪ হিযরী) তাফসীরে জুরজানী, শাইখ বদরুদ্দীন আবূ 'আবদুল যারকাশীর (০০-৪০৪ হিযরী) আল বুরহান ফী উলুমিল কুরআন, ইমাম আবূ বক্র জাসসাস রাজীর (০০-৩৭০) আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস প্রভৃতি লিখিত হয়ে ওহীর ব্যাখ্যা হাদীস সম্মতভাবে দ্বীনের জগতে দৃশ্যমান।

আসমাউর রিজালের কিতাব যেমন মুহাম্মাদ ইবনু সাদের (মৃঃ ২৩০ হিযরী) আত্ তাবাকাতুল কুবরা, 'আলী ইবনুল মাদিনীর (০০-২৪৩ হিযরী) কিতাবুত তাবাকাত, ইমাম বুখারীর তারিখে কাবীর, ইমাম মুসলিমের রুইয়াতুল ইতেবার, ইমাম নাসায়ীর আত তামঈজ, ইমাম আবূ হাতীম রাজীর (মৃঃ ৩২৭ হিযরী) কিতাবুল জারহা ওয়া তাদীল রচিত হয়েছে।

সিকাহ্ রাবীদের জীবন চরিত হাফিয আহ্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ্র (২৬১ হিযরী) কিতাবুস সিকাত, আবূ হাতিম বুস্তী মুহাম্মাদ ইবনু হিববানের (৩৫৪ হিযরী) কিতাবুল সিকাত। য'ঈফ রাবীদের জীবনী যেমন ইমাম বুখারীর কিতাবুজ জুআফা, ইমাম নাসায়ীর কিতাবুজ জুআফা, ইমাম ইবনু হিব্বানের কিতাবুজ জুআফা, ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম হাকিমের কিতাবুজ জুআফাও রচিত হয়েছে। ফলে হাদীস সহীহ্ য'ঈফ যাচাই-বাছাই-এর কিতাবও মৌজুদ। তবুও কেন হিদায়াতে য'ঈফ হাদীস এনে ক্বিয়াসের মাসআলাহ্ জারীর প্রবণতা?

এর থেকে আর অধিকতর কি দুর্ভাগ্য মুসলিমদের জন্য হিদায়া পেশ করতে পারে? ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:)-এর নামে হিদায়াতে যে সমস্ত মাস'আলা পেশ করা হলো তা কি হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ মানেন? নিম্নে মাত্র কয়েকটি তুলে ধরা হলো :

১। হিদায়া কুরআনের মত। (হিদায়ার অনুবাদ প্রসঙ্গ)

২। তাকবীরে আল্লাহু আকবর-এর পরিবর্তে আর রহ্মানু আকবার, আল্লাহু আজামু ইত্যাদি বলা জায়িয। পৃঃ ৭৭

৩। ফারসীতে সলাতের কির'আত, বিস্মিল্লা-হ্ ফারসীতে, যাবাহ্ ফারসীতে অনুবাদ করে বললে সলাত ও কুরবানী হবে। পৃঃ ৭৮

৪। তাকবীরের পূর্বে ইন্নি অজহাতু বলবে না। পৃঃ ৭৯

৫। সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ ও অন্য সূরাহ্ মিলানো সলাতের রুকন নয়। পৃঃ ৮০

৬। রুকূ' ও সাজদাহ্ হতে উঠে সোজা হয়ে না দাঁড়ালে বা বসলে চলবে। পৃঃ ৮২-৮৩

৭। সাজদাতে কপাল ও নাকের যে কোন একটি ভূমি স্পর্শ করলে হবে। পৃ: ৮৪

৮। আত্তাহিয়্যাতুর তাশহহুদে দরূদ পড়া ফার্‌য নয়। পৃ: ৮৮

৯। ইমামের পূর্বে মুকতাদী রুকূ'তে গেলে সলাত জায়িয। পৃ: ১৩০

১০। সলাতুল জুমু'আহ্ গ্রামে জায়িয নয়। পৃ: ১৫৫

১১। জুমু'আর দিনে কেউ বিনা ওজরে যদি গৃহে যোহর পড়ে তা জায়িয। পৃ: ১৫৮

১২। কেউ যদি ঈদুল আযহার দিন ঈদের সলাত আদায় না করতে পারে তবে সে তারপর দিন বা তারপর দিন আদায় করবে। পৃ: ১৬৩

১৩। কোন যিম্মি যদি শূকর বা মদ নিয়ে যায় তবে মদের উপর উশর আদায় করতে হবে। পৃ: ২০৭

এবার বাংলায় অনুদিত হিদায়ার অন্য খন্ডের কিছু কথা

হিদায়া কিতাবের নাম হানাফী স্কুলের সবার জানা। শুধু জানা বললে ভুল হবে। এটা মাসআলা মাসায়েলের জন্য ঐ মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মৌলিক কিতাব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের মহাপরিচালকের কথায় হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত এবং রায়সমূহই সঠিক ও অধিক গ্রহণযোগ্য এবং যুক্তিযুক্তভাবে এ কিতাবে অকাট্যভাবে প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে।

প্রকাশক এবং পরিচালক ও মহাপরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর কথায় হিদায়া ইসলামী আইনের মৌলিক গ্রন্থ। এর রায়সমূহ হানাফী মাযহাবের অকাট্য দলিল। এবার পাঠকের সামনে এ গ্রন্থের কিছু দলিল উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে, ভেবে দেখার জন্য। এগুলো যদি অকাট্য দলিলরূপে বিবেচিত হয় তবে আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলীলগুলোর অবস্থা কি হবে? আর একটি কথা এখানে বলে রাখা ভাল যে, এ হিদায়া কিতাবের প্রণেতা শাইখ বুরহানউদ্দিন আবুল হাসান 'আলী ইবনু আবূ বক্‌র আল ফারগানী আর মারগানানী (রহ্‌:)-এর জন্ম ৫১১ হিযরী আর মৃত্যু ৫৯৩ হিযরীতে। আর ইমাম আবূ হানিফাহ্‌ নুমান ইবনু সাবিত (রহ্‌:)-এর জন্ম ৮০ হিযরী ও মৃত্যু ১৫০ হিযরীতে। অর্থাৎ- হানাফী মাযহাবের ইমাম আবূ হানিফা (রহ্‌:)-এর জন্মের ৪৩১ পছর পর ও মৃত্যুর ৪৪৩ হিযরী পর হিদায়া কিতাবের লেখকের জন্ম ও মৃত্যু। অথচ এ কিতাবের মাসআলাগুলো ইমাম আবূ হানিফার নামে বয়ান করলেও কোন সনদের উল্লেখ করা হয়নি। ফলে বর্ণিত কথাগুলো যদি সত্যিই ইমাম আবূ হানিফাহ্‌ (রহ্‌:)-এর হয় অথবা না হয় তবে এ থেকে উদ্ভুত নানা প্রশ্নের আদৌ সূরাহ্‌ হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

এবার আলোচনায় আসা যাক। হিদায়া- ২য় খণ্ড, প্রকাশকাল ১৯৮৮, ই: ফা: বাং, পৃ: ১৬।

সাময়িক বিবাহ্ এবং বিবাহের মহর প্রদান প্রসঙ্গ

যেমন কেউ দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে দশ দিনের জন্য বিবাহ করলো। ইমাম যুফার (রহ্:) বলেন, বিবাহ বিশুদ্ধ হয়ে তা স্থায়ী হয়ে যাবে। ইমাম যুফার (রহ্:) হানাফী মাযহাবের একজন উঁচু দরের ১ম সারির ইমাম। তাঁর বক্তব্যে সাময়িক বিবাহ জায়িয হয়ে গেল। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ খাইবার বিজয়ের পর মুতআ বা সাময়িক বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। **(বুখারী- ৯ম খণ্ড, ই: ফা: বাং, পৃ: ১৪৫, হা: ৫০১৩)**

মহর ব্যতীত বিয়ে যেমন শুদ্ধ হবে না। তেমনি স্বামী-স্ত্রীর মিলন বৈধ হবে না। এটা এত গুরুত্ব বহন করে যে আল-কুরআনে এ সম্পর্কে যথেষ্ট তাগিদ দিয়ে ঘোষণা করেছে :

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾

"আর তোমাদের নারীদেরকে তাদের মহর স্বেচ্ছায় দিয়ে দাও। সন্তুষ্টি চিত্তে তারা মহরের কিছু অংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা খেতে পার স্বাচ্ছন্দে।" **(সূরাহ্ আন্ নিসা : ৪)**

আল্লাহর দ্ব্যর্থহীন আদেশ মহর আদায় করা বা প্রদান করা। এটা নগদের বিষয়, বাকির কোন ব্যাপার নয়। অথচ আমরা এই মহর নিয়ে কি স্বেচ্ছাচারিতা করছি! বিবাহের সময় স্ত্রীর হাক্ব ও প্রাপ্য মহর। এ প্রাপ্যতা নস্যাত করে মহর শব্দের সাথে যোগ করেছি দেন। তাই মহর আজ দেন মহররূপে বহুল প্রচলিত। মহর বললে যেন কেউ বুঝতে পারে না অথচ দেন মহর বললে এক কথায় বুঝতে কারো বাকি থাকে না। দেন শব্দটি আরবী দায়েন শব্দের বিকৃতরূপ। দায়েন শব্দের অর্থ হলো ঋণ। যেমন- আল্লাহ্ বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার করো তখন তা লিখে রেখ।" **(সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ : ২৮২)**

আল্লাহ্ বললেন মহর পরিশোধ করো বাকি রেখ না। আর গাইরুল্লাহ্ ঐ মহরটাকে ঋণ শব্দের সাথে জুড়ে দিয়ে মহরকে অপরিশোধযোগ্য বলে চালু করে দিলো। অথচ আল্লাহর বান্দা হওয়া সত্ত্বেও গাইরুল্লাহর শব্দটা বয়ে বেড়ানো এবং আল্লাহর বিধানের পরিবর্তন করা তা কি ধরণের ও কি পরিমাণের গুনাহ্ সেটা কি কেউ ভেবে দেখেছে?

এ সমাজ কি এখনও ১৪শ' বছর পূর্বের আইয়্যামে জাহিলিয়ায় আছে না ঐ জাহিলিয়াতের আল্লাহদ্রোহী হুকুম মেনে চলতে চায়? বিষয়টি ভয়াবহ এবং সাংঘাতিক। জীবনের শুরুতে পরিবার ও সমাজ এর গোড়া পত্তনে যদি মারাত্মক বিদ্রোহাত্মক আল্লাহ্র নাফরমানি কাজ দিয়ে শুরু হয়ে যায় তবে ঐ ভিতের উপর তাওহীদ সুন্নাহর ইমারাত কখনও কি মজবুত হতে পারে? কালবিলম্ব না করে প্রতিটি তাওহীদবাদী মুসলিমের উচিত দেন মহর শব্দটি পরিহার করে শুধুমাত্র মহর বা মহরানা শব্দটি উচ্চারণ করা ও এর হাক্ব নগদে আদায় করা। মহরকে দেন বা দেনমহর বলে চালু রাখলে ঢের সুবিধা কেননা, এখানে প্রতারণা ও ফাঁকির কারবারটা পাকাপোক্তভাবে চালানো যায়। পাত্রের সামর্থ অনুযায়ী মহর হতে হবে। অথচ তা না করে ঠাঠ বাট বজায় রেখে ষ্ট্যাটাস ও কুলিন সেজে বাহাদুরি করার মানসে লাখ লাখ বা হাজার হাজার টাকা মহর ধার্য হয়ে তা দেনমহরে রূপান্তরিত হলো। হাল যামানায় তাকে কাবিন বলেও আইনে বাধা হলো। যত সামান্য নগদ আর গোটাটাই বাকী বা ফাঁকী স্বরূপ রইল। জীবনেও ঐ দেনার শোধ বা ঋণের উসুল হলো না। মৃত্যু নিকট জেনে স্ত্রীর হাত পা ধরে মাফ করিয়ে নেবার সুযোগটা পুরোপুরি রিওয়াজ চালু বহাল তবিয়াতে। এই যে বিবাহের শর্তনামায় প্রতারণা-ফাঁকি দেয়া হলো তাতে গোটা দাম্পত্য জীবন কলংকিত হলো। স্ত্রীকে তার বৈধ অধিকার কুরআনী হাক্ব থেকে নিদারুণভাবে পরিহার করে বঞ্চিত করা হলো। এটা নিশ্চয়ই কুরআন বিরোধী, শারী'আত বিরোধী কাজ। এটা মু'মিন মুসলমানের আচরণ বা 'আমাল নয়। এ মহর প্রদান কি আল্লাহ কেবল মাত্র আল কুরআনে ১টি বার বললেন? না আবারো শুনুন, আল্লাহ্ বলেন :

﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"তোমাদের মধ্যে কারো স্বাধীন ঈমানদার নারী বিবাহের সামর্থ না থাকলে তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসী বিবাহ্ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অন্যের সমান। সুতরাং তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তাদেরকে মহ্র ন্যায়সংগতভাবে দিবে।" (সূরাহ্ আন্ নিসা : ২৫)

শুধু স্বাধীন নারী বিবাহ্ করলে মহ্র দিতে হবে তাই নয়, মহ্র এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ আদায়যোগ্য বিধান যে, ক্রীতদাসীকে বিবাহ্ করলেও মহ্র প্রদান করতে হবে।

সাধারণ মানুষের জন্য মহ্র প্রদান যেমন ফার্য তেমনি মহানাবী ﷺ-কেও বিবাহের মহ্র প্রদান করতে হয়েছে। তাঁকেও মহ্র প্রদান হতে অব্যহতি দেয়া হয়নি। যেমন- আল কুরআনে ঘোষণা করছে :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾

"হে নাবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাদের মহ্র তুমি প্রদান করেছ।" (সূরাহ্ আল আহ্যা-ব : ৫০)

নাবী ﷺ-কে পর্যন্ত বলা হয়েছে মহ্র প্রদান শর্তে স্ত্রীলোক বৈধ করা হয়েছে। তাহলে মহ্র প্রদানের সাথে বৈধতা নির্ভর করছে। এটা কি

হালাল আর হারামের পর্যায়ভুক্ত নয়? মহর প্রদান করলে স্ত্রী হালাল হল আর না করলে হারাম হলো এটা বুঝতে হবে না? ঐ হালাল ও হারাম সম্পর্কে আল কুরআন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করছে :

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾

"অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না যদি তোমরা তাদেরকে মহর দাও।" (সূরাহ্ মুমতহিনাহ্ : ১০)

মহর না দিলে অপরাধ, গুণাহ হবে এবং হারাম হবে। আল্লাহর বিধান স্ত্রীকে মহর প্রদান করা এবং কোনক্রমেই তা ঋণের বা দেনার পর্যায়ভুক্ত না করা। যদি সত্যিই এটা দেনার পর্যায়ভুক্ত করা যেত তবে আল্লাহ্ তার কালামেই দায়েন শব্দটা ব্যবহার করতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তাহলে কোন অধিকারে ঐ বিধানকে সংশোধন করা হলো? এর এখতিয়ার তাকে কে দিল? এবার আসুন আমরা মহানাবী ﷺ-এর মহর প্রদান সম্পর্কিত হাদীসের দিকে লক্ষ্য করি। আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আবদুর রহমান ইবনু আওফ رضي الله عنه-এর দেহে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখে বলেন এটা কি? 'আবদুর রহমান বলেন : আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছি এবং খেজুরের আটি পরিমিত স্বর্ণের দ্বারা মহর প্রদান করেছি। মহানাবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন এবং একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমাহ্ করো।

(বুখারী- কিতাবুন নিকাহ, আল লু' লু' ওয়াল মারজান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৪৮-৪৯)

একদা এক মহিলা নিজেকে মহানাবী ﷺ-এর সাথে বিবাহিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মহানাবী ﷺ মহিলার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে মাথা নিচু করে থাকলেন। ইতিমধ্যে একজন সাহাবী বলে উঠলেন, হে আল্লাহর নাবী! আপনি তাকে না নিলে তাকে আমার সাথে বিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- তাকে মহর দিবার মতো তোমার কি আছে? তিনি বললেন : আমার এমন কিছু নেই। তখন নাবী ﷺ বললেন, একটি লোহার আংটি হলেও সংগ্রহ করে আনো। লোকটি তাও পারল না। সে বলল, আমার পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত আর কিছু নেই। এটার অর্ধেক দেয়া যেতে পারে। তখন তিনি বললেন, ওতে তার কি কাজে আসবে? তুমি কি

কুরআনের কিছু জান? তখন সে বলল : হ্যাঁ। তাহলে তুমি যা জানো তাকে তা শিখিয়ে দিবার বিনিময়ে মহিলার সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে– (বুখারী- ঐ, পৃ: ৪৪৮)। এখানে আল্লাহর নাবী ﷺ মহর প্রদানের অপরিহার্যতা এবং তা আদায়ে কত গুরুত্ব দিয়েছেন তা কি মুসলিম সমাজ ভেবে দেখবে না? **(উক্ত হাদীস দু'টি মুসলিম- বাংলা, ৫ম খণ্ড, ১১২-১১৭ পৃষ্ঠাব্যাপী বিভিন্ন রাবীর বর্ণনায় উল্লেখিত। আত্ তিরমিযী- ৩য় খণ্ড, বাংলা ই: ফা: বাং, পৃ: ৩৯৭-৯৮; আবূ দাউদ- ৩য় খন্ড, বাংলা, ই: ফা: বাং, পৃ: ২০৩, হা: ২১০৭)**

'আমির ইবনু রাবি'আহ্ থেকে বর্ণিত। বানী ফাযারার জনৈক মহিলা দু'টি পাদুকার বিনিময়ে বিবাহ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তোমার জান ও মালের বিনিময়ে এ দু'টা পাদুকার উপর তুমি নিজের বিয়েতে রাজি হয়ে গেলে? মহিলাটি বলল : হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন ঐ বিয়ের অনুমোদন দেন। **(আত্ তিরমিযী- ৩য় খণ্ড, পৃ ৩৯৬)**

এ হাদীস দ্বারা মহরানা নগদ প্রদানের উপর ভিত্তি করেই বিয়ের অনুমোদন দিলেন বিশ্বনাবী ﷺ। উম্মু হাবিবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশের স্ত্রী, যিনি হাবশাতে ইন্তিকাল করেন। হাবশার রাজা নাজাশী তাকে নাবী কারীম ﷺ-এর সাথে বিবাহ্ দেন এবং নাজাশী নিজের পক্ষ হতে মহর স্বরূপ চার হাজার দিরহাম আদায় করেন এবং তা সহ উম্মু হাবিবাকে শুরাহবিল ইবনু হাসানার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে পাঠান। ইমাম আবূ দাঊদ বলেন, শুরাহবিল বলেন হাসানার ছেলে অর্থাৎ- হাসানা শুরাহবিলের মাতা।

(আবূ দাঊদ- ৩য় খণ্ড, পৃ: ২০৪)

উল্লেখিত আলোচনায় এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে মহরকে দেনমহর বলার কোন সুযোগ নেই এবং যারা এটা বলে এবং করে তারা কুরআন হাদীসের বরখেলাপ করে। এখানে মহর নগদে আদায় করার কথা প্রমাণিত। বাকীর বা দেনার ব্যাপারে কোন হাদীস নেই। কেননা স্ত্রীকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত ও প্রতারণা করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই।

হিদায়া- পৃঃ ৪৮।

কোন মুসলমান যদি মদ বা শুয়োরের বিনিময়ে বিবাহ্ করে তাহলে বিবাহ জায়িয হবে। (মদ ও শুয়োর সম্পর্কে আল কুরআনে ঘোষণা, এটা হারাম। সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ : ১৭৩, ২১৯; সূরাহ্ আল আন'আম : ১৪৫, সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ : ৩, ৯০, ৯১; সূরাহ্ আন্ নাহল : ১১৫। বুখারী- ইঃ ফাঃ বাং, ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬২০৬ ও ৬২০৯)

কোন একজন মুসলিম এ হারামের বিনিময়ে বিবাহকে জায়িয করতে পারে? যে হারামকে হালাল করে তাকে কি বলে? এরই নাম যদি মাযহাব হয় তাহলে সে মাযহাবে কি জান্নাত পাওয়া যাবে? এ কিতাবের রায় যদি কেউ মানে সে মুসলিম থাকবে? এ রায় যদি ইসলামের মৌলিক সিদ্ধান্ত হয় তবে ইসলামের ভেজাল সিদ্ধান্ত কোনটি? এ সিদ্ধান্তের কিতাব যদি হানাফী মাযহাবের মশহুর কিতাব হয় তবে সে কিতাবের প্রয়োজন আছে না নেই?

হিদায়া- পৃঃ ৫৬।

কোন যিম্মী যদি কোন মহিলাকে মদ বা শুয়োর এর বিনিময় বিবাহ করে অতঃপর উভয়ে কিংবা তাদের একজন ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে স্ত্রী মদ ও শুয়োর পাবে।

এ ফাতওয়ায় কি মদ ও শুয়োর হালাল করে দেয়া হলো না? আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের সরাসরি বিরুদ্ধে যারা ফাতওয়াহ দেয় তারা কি মুসলিম থাকে? আল কুরআন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছে :

(১) অতএব আপনার প্রভুর শপথ! তারা কখনও মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের পক্ষে সংঘটিত বিবাদের বিচারের ভার আপনার উপর অর্পণ না করে। অতঃপর সিদ্ধান্তে তাদের মনে কোন সংশয় না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেয়। (সূরাহ্ আন্ নিসা : ৬৫)

(২) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ ও নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন অধিকার নেই। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে।

(সূরাহ্ আল আহযা-ব : ৩৬)

হিদায়া- পৃঃ ২১৮।

সন্তান প্রসবের পর যদি স্বামী স্ত্রীতে মতবিরোধ দেখা দেয় অর্থাৎ- স্বামী বলে মাত্র চার মাস হলো তোমাকে বিবাহ করেছি আর স্ত্রী বলে ছয় মাস হয়ে গেছে তাহলে স্ত্রীর বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে এবং সন্তান স্বামীরই হবে।

আজব কথা! সন্তান সম্ভবা হলে স্বামী স্ত্রী কেউ জানতে পারবে না? ঋতু বন্ধ হলে কেউ খোঁজ রাখবে না। আর চার মাসের অথবা ছয় মাসের ভুমিষ্ঠ সন্তান নিয়ে পুর্ণাঙ্গের দাবী তোলার যুক্তি কোথায়? সন্তান তো স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নিবে। এটা লুকানোর বিষয় যেমন না তেমনি অজানা হিসাবও না। হয়ত ৮/৯ বা ৯/১০ মাসের মধ্যে এক আধা মাসের হিসাবের গরমিল হতে পারে। তাই বলে বিয়ের ৪ মাস পরে সন্তান হলে সেটা কি কারও অজানা থাকার কথা? আর গর্ভবর্তী অবস্থায় বিয়ে কেমন করে হয়? এ বিতর্ক কি কল্পনার না বাস্তব?

হিদায়া- পৃঃ ২২০।

কেউ যদি কোন বালক সম্পর্কে বলে, এ আমার পুত্র অতঃপর সে মারা যায়। আর বালকের মা এসে বললো আমি তার স্ত্রী। তাহলে স্ত্রী লোকটি তার স্ত্রী এবং বালকটি তার পুত্র হবে এবং মাতা পুত্র উভয়ে তার ওয়ারিশ হবে।

একজন লোক মৃত্যুকালীন সময়ে একজন বালক তার পুত্র কি পুত্র না এটা বলার অবকাশ কোথায়?

কারণ বালক হলে অন্তত ৪/৫ বছর বয়সে তো হতে হয়। তাহলে এ ৪/৫ বছর বালকটি লুকিয়ে ছিলো। আর বালকের মাও যে মুমূর্ষু ব্যক্তির স্ত্রী সেও অজানা স্থানে ছিল? সমাজবদ্ধ মানুষের মাঝে এমন লুকোচুরি বিয়ে আর সন্তান ও স্ত্রী থাকবে অথচ সমাজ জানবে না এটা কারা বিশ্বাস করবে?

হিদায়া- পৃঃ ৩৬২।

কেউ যদি সন্তানের বা সন্তানের দাসীর সঙ্গে সহবাস করে তাহলে তার উপর হদ্দ জারি হবে না যদিও সে বলে আমি জানতাম যে সে আমার জন্য হারাম।

হারামকে যারা জেনেশুনে হালাল করে এমন যিনার মতো জঘন্য কাজকে যারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করে না তারা কেমন মুসলমান?

হিদায়া- পৃঃ ৩৬৩।

যদি কারো বাসর ঘরে স্ত্রী ছাড়া অন্য রমণীকে তুলে দিয়ে স্ত্রী লোকেরা বলে যে এ তোমার বউ ফলে তার সংগে সহবাস করলো। এমতাবস্থায় হদ্দ জারী হবে না।

যে নারীর সঙ্গে বিবাহ হয়নি সে নারী যদি সতী হয় তবে নিশ্চয় ঐ পুরুষের সাথে মিলিত হবে না। আর যদি অসতী হয় তবে তার সাথে সহবাস করবে আর শাস্তি হবে না?

হিদায়া- পৃঃ ৩৬৪।

যদি আপন স্ত্রীকে সে আহ্বান করে আর অন্য স্ত্রী লোক ধরা দিয়ে বলে আমি তোমার স্ত্রী ফলে সে তাকে সঙ্গ দান করলো তাহলে হদ্দ জারি হবে না।

কেউ যদি এমন নারীকে বিবাহ করে যাকে বিবাহ করা তার জন্য হালাল নয় অতঃপর তার সঙ্গে সহবাস করে তাহলে ইমাম আবূ হানিফার মতে তার উপর হদ্দ জারি হবে না। হারাম কাজ করবে আর হদ্দ জারি হবে না?

কেউ যদি অন্য রমণীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করে বা কোন পুরুষের সাথে সমকামিতা করে তাহলে ইমাম আবূ হানিফার মতে তার উপর কোন হদ্দ নেই। এমন যৌন কাজ যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ তাও যদি ইমাম সাহেব হালাল করে দেন তবে দিতে পারেন। কিন্তু সত্যিই কি তিনি দিয়েছেন? না তার অনুসারীরা এটা হালাল করে নিয়েছে?

বাহ্! এমন ব্যভিচারের সুযোগ যে দলে আছে সেখানে তো দলে দলে বদমাইশ যেনাখোররা ছুটবে। সে দলকে আর যাই বলা যাক মুসলিম বলার সুযোগ নেই। ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্:)-এর মত অমন একটা উঁচু-দরের মানুষের প্রতি এমন নিকৃষ্ট ও জঘণ্য ফাতওয়ার বোঝা যে বা যারা চাপাতে পারে, তারা তাঁর উপর কতটা যুল্‌ম করল ভেবে দেখা উচিত নয় কি? তাঁর প্রকৃত অনুসারীরা কেন এর প্রতিবাদ করে না? এত শত 'আলিমরা নীরব কেন?

হিদায়া- পৃঃ ৩৬৭।

ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, নিজেই উৎসাহ দান করেছে এমন কোন নারীর সাথে বালক বা বিকৃত মস্তিষ্ক কোন ব্যক্তি যদি যিনা করে তাহলে তার উপর এবং উক্ত নারীর উপর হদ্দ ওয়াজিব নয়। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফিঈ (রহ্:) বলেন উক্ত নারীর উপর হদ্দ ওয়াজিব। ইমাম আবূ ইউসুফও তাই বলেন।

হিদায়া- পৃঃ ৩৬৮।

কেউ যদি বিভিন্ন মজলিসে চার বার স্বীকারোক্তি করে যে অমুক নারীর সাথে যিনা করেছে, কিংবা স্ত্রী লোকটি বলে যে সে আমাকে বিবাহ্ করেছে, কিংবা স্ত্রী লোকটি যিনার কথা স্বীকার করে আর লোকটি বলে যে আমি তাকে বিবাহ্ করেছি, তাহলে তার উপর হদ্দ সাব্যস্ত হবে না। যিনা আর বিবাহ্ কি এমন ছেলে খেলা? যিনা হয় গোপনে দ্বৈত যোগসাজশে আর বিবাহ্ হলো প্রকাশ্য ব্যাপার জনসমক্ষে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। একটা সামাজিক সম্পর্কের শারী'আত সম্মত বিধান। স্বীকার আর অস্বীকারের উপর নির্ভরশীল নয় বিষয়টি। অথচ হিদায়ার মস্তিষ্ক প্রসূত এমন একটি হালাল হারাম বিষয় নিয়ে ছিনি মিনি খেলা কতটা যুক্তিযুক্ত?

হিদায়া- পৃঃ ৩৭১।

দু'জন যদি সাক্ষ্য দেয়, যে অমুক স্ত্রী লোকের সাথে বলপূর্বক যিনা করেছে আর অপর দু'জন সাক্ষ্য দেয় যে, স্ত্রী লোকটি তাকে স্বেচ্ছায় সুযোগ দিয়েছে।

তাহলে ইমাম আবূ হানিফার মতে উভয়ের উপর থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। বলপূর্বক যিনা করুন বা স্বেচ্ছায় যিনা করুক উভয়টি তো যিনা। আর বলপূর্বক বা স্বেচ্ছায় উভয়টি বেলায় সাক্ষ্য যখন বিদ্যমান তাহলে কুরআনী শাস্তি হতে উভয়ে কেমনভাবে রেহাই পেতে পারে? ঢালাওভাবে শাস্তি মওকূফ হলে যিনার ঢালাও লাইসেন্স দেয়ার আর কি কিছু বাকি থাকে? অথচ ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ-এর মতে শাস্তি হবে পুরুষটির উপর। গুরু শিষ্যের এ ধরণের মত পার্থক্য।

হিদায়া- পৃঃ ৩৭৪।

চারজন লোক যদি এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে অন্য চারজন লোক কারো বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য প্রদান করেছে, তাহলে ঐ লোকটির উপর হদ্দ কায়িম হবে না। এরপর যদি প্রথম দল এসে উক্ত স্থানে ব্যভিচার কর্ম অবলোকনের সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলেও হদ্দ কায়িম হবে না। এ যদি রায় হয় তবে যিনার শাস্তি আর কোন সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে হবে? না যিনার কোন শাস্তি নেই?

হিদায়া- পৃঃ ৩৭৯।

(মদ পানের ফলে) যদি মুখের গন্ধ চলে যাওয়ার পর স্বীকার করে তাহলে ইমাম আবূ হানিফাহ্ ও ইমাম আবূ ইউসুফের মতে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না। আর ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, হদ্দ কায়িম করা হবে। দুর্গন্ধ চলে যাওয়ার পর যদি তার বিরুদ্ধে মদপানের সাক্ষ্য প্রদান করা হয় তাহলে ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ্ঃ) ও ইমাম আবূ ইউসুফের মতে হদ্দ কায়েম হবে না আর ইমাম মুহাম্মাদ বলেন হদ্দ কায়িম হবে।

হিদায়া- পৃঃ ৩৮০।

কেউ যদি মদ্যপান বা অন্য নেশার কথা স্বীকার করে পরবর্তীতে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না। যার মুখ থেকে মদের গন্ধ পাওয়া যায় কিংবা যে মদ বহন করেছে (কিন্তু মদপান করতে দেখা যায়নি) তার হদ্দ সাব্যস্ত হবে না। এমন সাক্ষ্য প্রমাণ পাবার পরও মদ পানের শাস্তি রহিত করার কারণ আর যাই হোক এটা যে ভাল নয় তা স্পষ্ট।

হিদায়া- পৃ: ৪০৩।

কাফন চোরের হস্ত কর্তন নেই, এটা ইমাম আবূ হানিফাহ্ ও ইমাম মুহাম্মাদের মত। পক্ষান্তরে আবূ ইউসুফ ও ইমাম শাফিঈর মতে হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে। কেননা নাবী বলেছেন, যে কাফন চুরি করবে আমরা তার হাত কেটে দেব। বাইতুল মাল থেকে কেউ চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে না। কেননা বাইতুল মালে তার অংশ রয়েছে। আযব যুক্তি। (যে ব্যক্তি কারো কাছে কিছু দিরহাম পাওনা রয়েছে সে যদি ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে ঐ পরিমাণ চুরি করে তবে তার হস্ত কর্তন হবে না।) বাহ্! চুরির পক্ষে কেমন ওকালতি।

হিদায়া- পৃ: ৪০৮।

কেউ যদি ঘরে সিঁধ কেটে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দেয় এবং কোন জিনিস হস্তগত করে তাহলে তার হাত কাটা যাবে না।

হিদায়া- পৃ: ৪০৯।

যদি আস্তিনের বাইরে ঝুলে থাকা থলে কেটে নেয় তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে না। আর যদি আস্তিনের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দেয় তাহলে হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে। কেমন অদ্ভুত যুক্তি চুরির কৌশল বলে দেবার ফন্দি বলা হলো।

নিরুদিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী কি হবে এ বিষয়ে

হিদায়া- পৃ: ৫১৯।

ইমাম কুদুরী বলেন, নিখোঁজ লোকটির জন্ম দিন থেকে হিসাব করে যখন একশ কুড়ি বছর পূর্ণ হবে, তখন আমরা তার মৃত্যুর ঘোষণা প্রদান করব। কেউ নব্বই বছর আর কেউ একশ বছর মেয়াদ নির্দিষ্ট করেছেন। তার মৃত্যু ঘোষণার পর তার স্ত্রী ইদ্দত পালন করবে। এটা হাদীস বিরোধী।

মহান আল্লাহর বাণী, পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হাত কেটে দাও– **(সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ : ৩৮)**। নাবী বলেছেন : দীনারের অংশ কিংবা বেশি চুরি করলে হাত কাটা যাবে– **(বুখারী- ১০ খণ্ড, পৃ: ১৮৪, হা: ৬২১৯-২০-২১)**। নাবী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার লা'নাত চোরের উপর যে

একটি ডিম বা একটি রশি চুরি করেছে আর তাতে তার হাত কাটা গেছে– (বুখারী- ১০ খণ্ড, পৃঃ ১৮৭, হাঃ ৬২৩৪)। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঢাল চুরির ক্ষেত্রে হাত কেটেছেন যার মূল্য তিন দিরহাম ছিল– (বুখারী- ১০ খণ্ড, পৃঃ ১০৫, হাঃ ৬২২৬)। নাবী ﷺ মদ পান করার ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত করেছেন এবং জুতা মেরেছেন আর আবূ বক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু ৪০টি করে বেত্রাঘাত করেছেন– (বুখারী- ১০ খণ্ড, পৃঃ ১৭৯, হাঃ ৬২০৬)। 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু মদ্যপানের জন্য প্রথমে ৪০টি পরে ৮০টি বেত্রাঘাত করেছেন– (বুখরী- ১০ খণ্ড, হাঃ ৬২০৯)।

শারী'আতের শাস্তি

খায়বারের বছর নাবী ﷺ মুত'আহ্ (সাময়িককালের জন্য বিয়ে করা) থেকে এবং গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন।

(বুখারী- ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫ হাঃ ৫০১৩)

নাবী ﷺ বলেন আমার উম্মাতের মাঝে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে। (বুখারী- ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৯ হাঃ ৫০৭৬)

আল কুরআনের বিধানের পরিপন্থী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহীহ্ হাদীসের হুকুমের বিরুদ্ধে যে রায় বা সিদ্ধান্ত হিদায়াতে লেখা হলো তা কেমন বেমালুম মেনে নিলেন এত মুফতি মুহাদ্দিসগণ? তারা কুরআনী কানুন আর হাদীসে রাসূলকে বাদ দিয়ে হিদায়ার নাসিহাত শুনে গেলেন বা শুনছেন কিভাবে? তাহলে কি তারা ঐ দল যাদের সম্বন্ধে বুখারীর ৫০৭৬ নং হাদীসে বলা হলো ব্যভিচার করো না ১৭ ঃ ৩২ ব্যভিচারী বিবাহিত হলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে মহানাবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন। বুখারী- ১০ খণ্ড, হাঃ ৬২৪৭-৪৮ ব্যভিচারী যিনাকারীর একশত বেত্রাঘাত, এক বছর নির্বাসন। হাঃ ৬২৫২, ৬২৫৯।

হিদায়া- পৃঃ ৩৫৯।

বেত্রাঘাত ও ১ বছর নির্বাসন দেয়া যাবে না। অথচ বুখারী হাঃ ৬২৫৫, ৬২৫৯-তে বলা হয়েছে বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন দিতে হবে।

হিদায়া- পৃঃ ১০১।

যদি স্ত্রীকে বলে তুমি গতকাল ত্বালাক্ব অথচ বিবাহ করেছে আজ তাহলে কোন ত্বালাক্ব হবে না। এ কথাটি কেমন হলো? তাকে যখন বিয়েই করেনি তখন সে কি করে বলবে ত্বালাক্ব বিবাহের পূর্বে। যদি ত্বালাক্বই দিতে উৎসাহ হয় তবে বিবাহ কেন? এটা কি একটা প্রতারণা নয় একটি নারীর জীবনকে নিয়ে?

আর যদি বলে আমি তোমাকে বিবাহ করার পূর্বেই তোমার প্রতি ত্বালাক্ব, তাহলে কোন ত্বালাক্ব পতিত হবে না।

এ কথা কোন পাগল ব্যতীত কেউ বলতে পারে কি? যাকে বিয়েই করল না তাকে ত্বালাক্ব দিবার অধিকার কেমন করে লাভ করল সে? এমন মাসআলাহ লেখকের মনগড়া ব্যতীত আর কি হতে পারে? তবুও এমন কথার দ্বারা যে বই এর পাতা ভর্তি সেটা হবে মাযহাবের মৌলিক গ্রন্থ। পোড়া কপাল আর কি!

হিদায়া- পৃঃ ১০২।

আর যদি বলে যে আমি যদি তোমাকে ত্বালাক্ব না দিই তবে তুমি ত্বালাক্ব, তাহলে স্বামীর মৃত্যু পূর্ব পর্যন্ত ত্বালাক্ব হবে না।

এ তো আর এক উদ্ভট প্রলাপ! ত্বালাক্ব না দিলে ত্বালাক্ব হয়? শারী'আতকে নিয়ে এমন ছিনিমিনি ও পাগলামী করার এক আজব গ্রন্থ। নাওযূবিল্লাহ।

কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, যে দিন তোমাকে বিবাহ করব সে দিনই তোমাকে ত্বালাক্ব দেব। অতঃপর সে তাকে রাতে বিবাহ করল তাহলে সে ত্বালাক্বপ্রাপ্তা হয়ে যাবে।

বিয়ে করার আগেই স্ত্রী হয় কি করে? যাকে বিয়ে করল না তাকে আবার স্ত্রী বলে সম্বোধন করছে। যে দিন বিয়ে করবে সে দিনই ত্বালাক্ব হবে তাহলে বিয়ে করা কেন? যে এমন বিয়ে করে এবং যাকে বিয়ে করে এবং যার মেয়েকে বিয়ে করে অথবা যে সমাজ এমন বিয়ে আয়োজন করে অথবা যিনি এমন বিবাহ পড়ান সবাইকে উম্মাদ পাগল আর বিকৃত মস্তিষ্ক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। ত্বালাক্ব শর্তে বিবাহ হতে পারে- দুনিয়ায় এমন কোন ধর্ম ও সমাজ আছে কি? এরা কুরআন হাদীস মানে না এবং

ইসলামকে আদৌ তোয়াক্কা করে না। এসব বাজে কথার কিতাবকে যারা দলীল হিসাবে মানতে চায় তারা প্রকৃত দলীলকে কোথায় স্থান দিবে? অথবা, এটাই যদি প্রকৃত দলীল হয় তবে কুরআন হাদীসের দলীল কি ভুয়া?

হিদায়া- পৃঃ ১০৭।

কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে যে তুমি এরূপ ত্বালাক্ব আর সে বৃদ্ধাঙ্গলি, শাহাদাত ও মধ্যমা দ্বারা ইশারা করে তাহলে তা তিন ত্বালাক্ব হবে।

তিন আঙ্গুলের ইশারায় যদি তিন ত্বালাক্ব হয় তবে কুরআনুল কারীমের ইদ্দতের মধ্যে ত্বালাক্ব প্রদানের যে আয়াত আছে তা হিদায়ার গ্রন্থকার মনসুখ বা বাতিল করে দিলেন কিভাবে? আর মাযহাবী ভাইয়েরা এটা বেমালুম মেনেও নিলেন? এরপরও কুরআন আর হাদীসের অনুসারী বলে দাবীদার সাজা যাবে?

হিদায়া- পৃঃ ৮৯।

"কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে হায়যের অবস্থায় তালাক দিলে ত্বালাক্ব সাব্যস্ত হবে।" পবিত্র অবস্থা ব্যতীত ত্বালাক্ব হয় না এটা কুরআন আর হাদীসের দলীল। আর হিদায়ার দলীল এর বিরুদ্ধে। এ মনগড়া ক্বিয়াস আর স্ত্রীর জীবন নিয়ে খায়েসী খেলার নামই কি মাযহাব?

(অপ্রতিদ্বন্দীতার দিক থেকে কুরআনের মতই হিদায়া গ্রন্থ রচিত হয়েছে। শারী'আতের বিষয়ে এর আগে এ ধরণের কিতাব কেউ রচনা করেনি। তুমি এর নীতিমালা সংরক্ষণ করো এবং এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করো, তোমার অভিব্যক্তি বক্রতা ও মিথ্যার স্পর্শ থেকে নিরাপদ থাকবে। অনুবাদ প্রসঙ্গে পৃঃ ৯, ১ম খণ্ড)

যার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অথবা যাকে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে তার সঙ্গে কোনক্রমেই পেরে উঠে না সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ ক্ষেত্রে কোন মানুষই অপ্রতিদ্বন্দ্বী নয়। কোন না কোন বিষয়ে একে অন্যকে পরাজিত পরাভূত করতে পারেই। এককালে এক যুগে বা সমসাময়িক না হলেও কালের পরিবর্তনে যুগ পরিক্রমায় সময়ের ব্যবধানে এটা হয়ে

থাকে, কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন যেমন তেমনি তাঁর কিতাব সর্বকালের সর্বযুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী এখন কেউ যদি হিদায়াকে কুরআনের ন্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিতাব ভাবে তাহলে সে কতটুকু মুসলিম থাকবে সেটা ভাববার বিষয়। মানুষ যে কুরআনের মতো কিছু রচনা করতে পারবে না এটা আল কুরআনে আল্লাহ স্বয়ং চ্যালেঞ্জ দিয়ে সূরাহ্ বানী ইসরা'ঈল : ৮৮, সূরাহ্ হুদ : ১৩, সূরাহ্ বাক্বারাহ্ : ২৩, সূরাহ্ ইউনুস : ৩৮ আয়াতে বলেছেন। আরবের কাফেররা তা পারেনি কুরআনের অনুরূপ কিছু রচনা করতে।

আর মুসলিম হয়ে কিভাবে কুরআনের এবং হাদীসের সরাসরি বিরুদ্ধে মাসআলাহ্ দিয়ে লেখা কিতাব কুরআনের মতো বলে যারা ঘোষণা দিতে পারে তাদের মতলবটা কি? শারী'আতে হিদায়ার মতো এমন ধরণের কোন কিতাব কেউ রচনা করতে পারেনি যারা দাবী করেন তাদের নিকট বিনীত প্রশ্ন, এ হিদায়াতে যে মাসআলাহ্গুলো আছে তা কি আপনারা মেনে চলেন? না চলবেন? যদি না চলেন তবে এ কথা সত্য বলে ধরে নিতে হবে যে এমন পরস্পর বিরোধী কুরআন ও হাদীস বিরোধী কিতাব সত্যিই ইতিপূর্বে কেউ রচনা করার দুঃসাহস দেখাননি। এর নীতিমালা অনুসরণ করলে যদি বক্রতা ও মিথ্যার স্পর্শ থেকে নিরাপদ থাকা যায় তবে এর নীতিমালা কেন মাযহাবী ভাইয়েরা অনুসরণ করছেন না? এ গ্রন্থের নীতিমালা যা বর্ণিত তা যদি নিরাপদ জীবন হয় তবে তা অনুসরণ না করলে বিপদ ডেকে আনবে নিশ্চয়।

এবার আসুন এ হিদায়াতে যা আছে তা কোন হানাফী ভাই অনুসরণ করবেন কি?

১। ১০ দিনের জন্য কোন মহিলাকে কি বিবাহ করা যাবে? পৃ: ১৬

২। যাকে বিবাহ করেননি এমন স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস বৈধ কি? পৃ: ১৬

৩। মহর ব্যতীত কি বিবাহ বৈধ? পৃ: ৩৭

৪। মহর দেয়া হবে না এ শর্তে কি বিবাহ বৈধ? পৃ: ৩৭

৫। মদ ও শুয়োরের বিনিময়ে কি বিবাহ বৈধ? পৃ: ৪৮, ৫৬

১৯। কাফন চোরের হাত কাটা যাবে না, এটা মানবেন কি? পৃ: ৪০৩

২০। বায়তুলমাল থেকে চুরি করলে বা আমানতের সমপরিমাণ অর্থ চুরি করলে হাতকাটা যাবে না, এটা মানবেন কি? পৃ: ৪০৩

২১। ঘরে সিঁধ কেটে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে চুরি করলে ও আস্তিনের বাইরে ঝুলে থাকা থলে কেটে চুরি করলে হাত কাটা যাবে না, এটা মানবেন কি? পৃ: ৪০৮

২২। যদি কেউ এ শর্তে বিবাহ করে যে, যে দিন বিবাহ করবে সে দিনই ত্বালাক্ব- এমন বিবাহ ও ত্বালাক্বে বিশ্বাস করবেন কি? পৃ: ১০২, ২য় খণ্ড

২৩। যদি কেউ বলে যে, যদি আমি তোমাকে ত্বালাক্ব না দেই তবে তুমি ত্বালাক্ব- এমন কথায় বিশ্বাস করবেন কি?পৃ: ১০২, ২য় খণ্ড

২৪। যদি কেউ হাতের আঙ্গুলের ইশারায় ত্বালাক্ব দেয় অথবা তিন আঙ্গুলে তিন ত্বালাক্বের ইঙ্গিত করে তাও মেনে নিবেন কি? পৃ: ১০৭, ঐ

২৫। যদি কেউ হায়েয অবস্থায় তালাক দেয় তবে মানবেন কি? পৃ: ৮৯, ঐ

মাযহাবের অকাট্য দলীল হিদায়ার অনুসরণ করে কুরআন ও হাদীস ত্যাগ করবেন? না হিদায়া ত্যাগ করবেন? এ প্রশ্নের উত্তরই আপনাকে বলে দেবে আপনার মাযহাব কি কুরআন ও সহীহ হাদীসে রাসূল ﷺ-এর নির্দেশিত? পথ না হিদায়ার নির্দেশিত পথ?

প্রাপ্তিস্থানসমূহ

১. **সালাফী পাবলিকেশন্স**
৪৫, কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট, দোকান নং- ২০১ (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা। **মোবাইল :** ০১৯১৩-৩৭৬৯২৭, ০১৬৮০-১০১৬১৪

২. **হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী**
৩৮ নং নর্থ-সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা-১১০০। (পুরাতন)
৬৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্মরণী, বংশাল, ঢাকা-১১০০। (নতুন)
ফোন : ৭১১৪২৩৮, **মোবাইল :** ০১৯১৫-৭০৬৩২৩
E-mail: www.hussainalmadani.com

৩. **আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী**
৯০, হাজী 'আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১২-৮৮৯৯৮০, ০১৭২৬-৬৪৪০৬৭

৪. **আহলে হাদীস লাইব্রেরী**
২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০।
ফোন : ০২-৭১৬৫১৬৬, **মোবাইল :** ০১৯১৫-৬০৪৫৯৮

৫. **দারুস সালাম পাবলিকেশন্স**
৩০, মালিটোলা রোড (৫ম তলা), বংশাল, ঢাকা-১১০০।
ফোন : ০২-৯৫৫৩৮, **মোবাইল :** ০১৭১৫-২০০৬৩৯

৬. **জায়েদ লাইব্রেরী**
১১, ১১/১, ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। **মোবাইল :** ০১১৯৮-১৮০৬১৫

৭. **তাওহীদ পাবলিকেশন্স**
৯০, হাজী 'আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০।
ফোন : ০২-৭১১২৭৬২, **মোবাইল :** ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬

৮. **লেখকের নিজস্ব ঠিকানা**
আড়ং ঘাটা, দৌলতপুর, খুলনা। **মোবাইল :** ০১৭১৪-৪৪২০৫৮

৯. **খুলনা সিটি আহলে হাদীস মাসজিদ**
৬৯, খানজাহান 'আলী রোড, খুলনা।

১০. **আল-মাহাদ আস্ সালাফী**
নিজ খামার, খুলনা। **মোবাইল :** ০১৫৫৩-৪২৫২১৯

১১. **এ. হাসিব পুস্তকালয়**
সুজাপুর, মালদা। **মোবাইল :** ৯৭৩৩০২৪৬২৫

বিস্‌মিল্লা-হির রহ্‌মা-নির রাহীম

সালাফি পাবলিকেশন্স

কুরআন ও সহীহ হাদীসের পূর্ণ দলীল-প্রমাণ সম্বলিত নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান কিতাবসমূহ সংগ্রহ করুন।

আমাদের প্রকাশীত ও পরিবেশিত কিতাবের তালিকা

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সংকলক-এর নাম
১	সহীহ হাদীসের আলোকে নেক 'আমাল	শায়খ নূরুল আলম
২	সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ তাফসীর	হাফেয মোঃ আনিসুর রহমান (রহঃ)
৩	মাযহাব ও তাকলীদ	কামাল আহম্মেদ
৪	ঈদের সলাত বারো তাকবীর প্রমাণ ও ছয় তাকবীরের বিশ্লেষণ	ঐ
৫	ইসলামে নতুন চাঁদের বিধান ও এ সম্পর্কীত বিতর্ক নিরসন	ঐ
৬	কুরআন ও হাদীসের আলোকে লা'নাত প্রাপ্ত যারা	ঐ
৭	ইমামের পিছনে সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পাঠ ও মাসায়েলে সাকতা	ঐ
৮	ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পাঠ ও পদ্ধতি। প্রসঙ্গ সাকতা (বড়)	ঐ
৯	কাবীরাহ গুনাহগার মু'মিন কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী?	ঐ
১০	হুকুম বি-গয়রি মা-আনঝালালাহ	ঐ
১১	হাদীস কেন মানতে হবে?	ঐ
১২	আমাদের নাম কি কেবলই মুসলিম?	ঐ
১৩	আমীর, জামা'আত ও জাহেলী মৃত্যু	ঐ
১৪	এক হাতে মুসাফাহ	ঐ
১৫	বিশ্বনাবী ﷺ-এর দা'ওয়াত ও তাবলীগের সঠিক পদ্ধতি	হাফেয মুহাম্মাদ 'আবদুস সামাদ মাদানী
১৬	হাজ্জ, 'উমরাহ্ ও দু'আ গাইড	ঐ
১৭	সহীহ ইসলামী মোহাম্মাদী কায়দা	ঐ
১৮	তাওহীদের মাসায়েল	ইকবাল কীলানী
১৯	তাহারাতের মাসায়েল	ঐ
২০	জান্নাতের বর্ণনা	ঐ
২১	জাহান্নামের বর্ণনা	ঐ
২২	ক্ববরের বর্ণনা	ঐ
২৩	সহীহ হাদীস মতে বিশ্বনাবীর নামায ও দু'আ	মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান নাদভী
২৪	বিশ্বনাবীর বিপ্লবী জীবনী ইনকিলাব	ঐ
২৫	মানবতার সন্ধানে বিশ্বনাবী ﷺ	ঐ
২৬	বিশ্ব নিয়ন্তার অবদান মাহে মুবারাক রামাযান	ঐ
২৭	আল কুরআনের বিপ্লবী অবদান	ঐ
২৮	বিপ্লবী সাহাবী সালিম ও সালমান	ঐ
২৯	বিশ্বনাবীর জাগ্রতাবস্থায় মি'রাজ	ঐ
৩০	হাদীসের মর্মান্তিক ঘটনাবলী	ঐ
৩১	তারুণ্যের চাওয়া পাওয়া	প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান
৩২	কতই না মধুর মিলন এ হাজ্জ	ঐ
৩৩	চলার পথে দাবী	ঐ
৩৪	বন্দী সমাজ মুক্তি চায়	ঐ
৩৫	ওয়াহীর আলোকে রূহ-নাফস-ক্বলব	ঐ
৩৬	হানাফী মাযহাবের প্রামাণ্য ও মৌলিক কিতাবের ফাতওয়া হানাফী ভাইয়েরা মানেন কি?	ঐ

৩৭	রাষ্ট্রচিন্তা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের সুরাতেহাল	ঐ
৩৮	কার না জানতে ইচ্ছা করে	ঐ
৩৯	নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মুকাবেলায় নারী	প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান
৪০	জীবন পরীক্ষা অতঃপর জান্নাত বা জাহান্নাম	ঐ
৪১	সত্যচির অম্লান [২য় সংস্করণ]	ঐ
৪২	কিছুক্ষণ : অথচ [২য় সংস্করণ]	ঐ
৪৩	অসীম স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি	ঐ
৪৪	বানী আদাম কি ইবলিসের রোবট না আল্লাহর সাজদাকারী বান্দা?	ঐ
৪৫	দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম	ঐ
৪৬	হাক্বের মানদণ্ড কি? সত্য গ্রহণে বাধা কী কী?	ঐ
৪৭	সঠিক ইতিহাস সত্য কথা বলে	ঐ
৪৮	ইকরা : ইরশাদ : ইত্তেবা	ঐ
৪৯	সোবহে সাদিকের আর কত দেরী?	ঐ
৫০	আপনি জানতে চান প্রকৃত ওলী-আওলিয়া কে?	ঐ
৫১	শী'আ কারা? [২য় সংস্করণ]	ঐ
৫২	কাদিয়ানী কারা? [২য় সংস্করণ]	ঐ
৫৩	ভেবে দেখবেন কি? [৫ম সংস্করণ]	ঐ
৫৪	বিদ'আত : ভয়াবহ [২য় সংস্করণ]	ঐ
৫৫	স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস [৬ষ্ঠ সংস্করণ]	ঐ
৫৬	উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে ফাতেমীয়দের ইতিহাস	ঐ
৫৭	বিজয় দিবস : চেতনা ও প্রত্যাশায়	ঐ
৫৮	দু'আ ও মুনাজাত	মোহাম্মাদ ইমাম হুসাইন কামরুল
৫৯	ইসলামের মৌলিক শিক্ষা	ঐ
৬০	অমূল্য বাণীর সমাহার	ঐ
৬১	জান্নাতী ও জাহান্নামী কারা	মাওলানা 'আবদুর রহমান
৬২	মন দিয়ে নামায পড়ার উপায়	ঐ
৬৩	কাদের রোযা কবুল হয়	ঐ
৬৪	ভাল ছাত্র হওয়ার উপায়	ঐ
৬৫	কোন্ কাজে সওয়াব হয় এবং কোন্ কাজে গুনাহ্ হয়	ঐ
৬৬	মু'মিনের 'আমাল ও চরিত্র যেমন হওয়া উচিত	ঐ
৬৭	গীবত থেকে বাঁচার উপায় ও তাওবাহ্ করার পদ্ধতি	ঐ
৬৮	কুরআন সম্পর্কে কুরআন কী বলে	ঐ
৬৯	আপনি কিভাবে নামায পড়বেন?	আবূ 'আবদুল্লাহ মোঃ কামরুল হাসান
৭০	য'ঈফ রিয়াদুস সলিহীন	ঐ
৭১	মৃত্যুই শেষ নয় !	হাফেয মাসুম
৭২	সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্ (১ম খণ্ড)	আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)
৭৩	সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্ (২য় খণ্ড)	ঐ
৭৪	আদাবুয যিফাক বা বাসর রাতের আদর্শ	ঐ
৭৫	সংক্ষেপিত আহ্কামূল জানায়িয বা জানাযার নিয়ম-কানুন	ঐ
৭৬	ঈদের নামায ঈদগাহে পড়তে হবে কেন?	আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)
৭৭	ক্ববর ও মাযারের মাসজিদে কেন সলাত বৈধ হবে না?	ঐ
৭৮	কুরআন হাদীসের নিরিখে মুসলিম নারীর পর্দা	ঐ
৭৯	আল-মাদানী সহীহ ও য'ঈফ সুনান ইবনু মাজাহ্ (১-৩ খণ্ডে)	ঐ
৮০	সহীহ ও য'ঈফ সুনান আবূ দাউদ (১-৫ খণ্ড)	ঐ

৮১	যাদুল মা'আদ	হাফেয ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ)
৮২	রাসূল ﷺ-এর ঘরে ১ দিন	'আবদুল মালিক আল-কাসেম
৮৩	আদাবুয যিফাফ বা বাসর রাতের আদর্শ	ঐ
৮৪	রাসূল ﷺ-এর নামায বনাম নামাযে প্রচলিত ভুল	হাফেয মুফতি মোবারক সালমান
৮৫	হিসনুল মুসলিম	সা'ঈদ ইবনু 'আলী আল-কাহ্তানী
৮৬	কুরআন ও বর্তমান মুসলমান	এ. কে. এম. ওয়াহিদুজ্জামান
৮৭	জুযউল কিরাআত	ইমাম বুখারী (রহঃ)
৮৮	জুযউ রফ'ইল ইয়াদাঈন	ঐ
৮৯	নাবী ﷺ-এর সলাত সম্পাদনের পদ্ধতি	শাইখ 'আবদুল্লাহ বিন বায (রহঃ)
৯০	মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন পাঠের সওয়াব পৌঁছে কি?	মুহাম্মাদ আহমাদ
৯১	মিফতাহুল জান্নাহ বা জান্নাতের চাবী	আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)
৯২	সলাতে নারীর পোষাক ও পর্দা	শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ্ (রহঃ)
৯৩	চার মাযহাবের অন্তরালে	খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান
৯৪	তাকবীরাতুল ঈদাঈন বা ঈদের নামাযের তাকবীর সংখ্যা	ঐ
৯৫	আপনি জানেন কি? প্রচলিত সলাত এবং রাসূল ﷺ-এর সলাতে পার্থক্য কতটুকু?	ঐ
৯৬	আপনি জানেন কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ কত তাকবীরে ঈদের সলাত পড়তেন?	ঐ
৯৭	"অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক।"	ঐ
৯৮	সহীহ্ হাদীসের আলোকে নফল সলাত	ঐ
৯৯	সহীহ্ হাদীসের মানদণ্ডে রাতের সলাত (তারাবীহ-তাহাজ্জুদ ও বিতর)	ঐ
১০০	জামা'আতে সলাত ত্যাগকারীর পরিণতি	ঐ
১০১	চোগলখোর ও গীবতকারীর ভয়াবহ পরিণতি এবং প্রতিবেশীর হাক্ব	ঐ
১০২	ঈদে মীলাদুন্নাবী পরিচয় উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং কুরআন ও হাদীসের ফায়সালা	আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
১০৩	আল কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে শবে মি'রাজ করণীয় ও বর্জনীয়	ঐ
১০৪	সুন্নাতে রাসূল ﷺ ও চার ইমামের অবস্থান	ঐ
১০৫	ইসলামী মৌলিক নীতিমালাসহ মাসনূন সলাত ও দু'আ শিক্ষা	ঐ
১০৬	রফউল ইয়াদাইন রাসূল ﷺ-এর জীবন্ত সুন্নাত	মাওলা আবদুস সাত্তার কালাবগী
১০৭	ইমামের পিছনে সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পড়ার দলীল আকাশের নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল	ঐ
১০৮	নামাযে হাত বুকের উপর বাঁধা সুন্নাত	ঐ
১০৯	সহীহ্ হাদীসের আলোকে তারাবীহ নামায ৮ রাক'আত	ঐ
১১০	সহীহ্ হাদীসের আলোকে বিশ্বনাবী ﷺ-এর নামায	ঐ
১১১	জুমু'আর দিন মাসজিদে আযান দু'টি হবে না একটি?	ঐ
১১২	নামাযে 'আমীন' উচ্চৈঃস্বরে বলতে হবে	ঐ
১১৩	রুকু পেলে রাকাত হবে না	ঐ
১১৪	ইলিয়াসী তাবলীগ ও দীনে ইসলামের তাবলীগ	শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী
১১৫	দ্বীন ইসলাম বনাম দ্বীনে হানীফ	মুফতী মোহাম্মদ রউফ
১১৬	যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি	মুযাফফর বিন মুহসিন
১১৭	মতবাদ ও সমাধান	আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন
১১৮	আমার নামায কি শুদ্ধ হচ্ছে !	আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১১৯	আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান	মুহাম্মাদ ইবনু জামিল যাইনু
১২০	ইসলামী 'আক্বীদাহ্	ঐ
১২১	মিনহাজুল মুসলিম (আদব অধ্যায়)	আল্লামা আবূ বাক্বার জাবির আল-জাযায়েরী

১২২	মিনহাজুল মুসলিম (আখলাক অধ্যায়)	ঐ
১২৩	তাকভিয়াতুল ঈমান	আল্লামা শাহ্ ইসমা'ঈল শহীদ (রহঃ)
১২৪	য'ঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ (১-৩ খণ্ড)	মোহাম্মাদ আকমাল হুসাইন
১২৫	সহীহ্ হাদীসের দুশমন	জহুর বিন 'উসমান
১২৬	তাওহীদের কিশতী	ড. মুহাম্মাদ বিন আঃ রহমান আল-উরাইফী
১২৭	তাবলীগ জামাত ও তাবলীগে দ্বীন	অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল গণি এম. এ.
১২৮	মীলাদ, শবে বরাত ও মীলাদুন্নাবী কেন বিদ'আত?	হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ুব
১২৯	পীর, ফকীর ও কুবর পূজা কেন হারাম?	ঐ
১৩০	তাওহীদ ও শিরক, সুন্নাত ও বিদ'আত	ঐ
১৩১	গীবাত, চোগলখোরী, যবান ও ঈমান বিনষ্টকারী..... সাবধান	ঐ
১৩২	আহলে হাদীসের পরিচয় ও ইতিহাস এবং মাযহাব..... (সংঃ)	ঐ
১৩৩	খুৎবাতুল ইসলাম	ডঃ খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
১৩৪	এহইয়াউস-সুনান	ঐ
১৩৫	হাদীসের নামে জালিয়াতি	ঐ
১৩৬	পোশাক পর্দা ও দেহ-সজ্জা	ঐ
১৩৭	ইসলামী 'আক্বীদাহ্	ঐ
১৩৮	শবে বরাত	ঐ
১৩৯	রাহে বেলায়েত	ঐ
১৪০	পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ	আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১৪১	তাবলীগ জামা'আত ও দেওবন্দিগণ	ঐ
১৪২	মাযহাবীদের গুপ্তধন	মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম
১৪৩	যাদের 'ইবাদাত কবুল হয় না	আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ
১৪৪	ফাযায়েলে 'আমাল	ঐ
১৪৫	দাজ্জাল	ঐ
১৪৬	ফিকহ্ মুহাম্মদী	মুহাম্মাদ শামাউন 'আলী
১৪৭	সঠিক 'আক্বীদাহ্ ও বিদ'আতী 'আমালের পরিচয় (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)	ইঞ্জিনিয়ার শামসুদ্দিন আহমাদ
১৪৮	'আক্বীদার মানদণ্ডে তাবিজ	'আলী বিন নুফায়ী আল-উলাইয়ানী
১৪৯	ইসলাম ও পীরতন্ত্র	ঐ
১৫০	কতিপয় হারাম বস্তু যা অনেকে তুচ্ছ মনে করে	এম. আবু আকীব
১৫১	তাফসীর ইবনু 'আব্বাস	ইবনু 'আব্বাস

ما الهداية في الكتاب الهداية

بروفيسر شمس الرحمن

سلفي ببليكشنس، بنغلا بزار، داكا